যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

মূল

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

ভাষান্তর

সামী মিয়াদাদ চৌধুরী

সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ
ভাষান্তর : সামী মিয়াদাদ চৌধুরী
সম্পাদনা : সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭

www.facebook/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০২০ ইং

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

niyamahshop.com

pothikshop.com

ruhamashop.com

islamicboighor.com

al furqanshop.com

মুদ্রিত মূল্য : ২০০/-

অর্পণ

মেঘের ওপারে জান্নাতের নীল আসমানের নিচে
আমার পিতা-মাতাকে আশ্রয় দিয়ো—হে আমার রব।
তোমার সমীপে আবেদন করে রাখলাম।

সূচিপত্র

বই সম্পর্কে

আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, এই বইটি লিখে আমি খুব আনন্দবোধ করেছি। হৃদয়ের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ একটি সুখী ও সমৃদ্ধ মুসলিম পরিবারকে উদ্দেশ্য করেই বইটি আমি লিখেছি। বইটি লেখার সময় এমন একটি মুসলিম পরিবারের চিত্র আমার মাথায় ছিলো—যে পরিবারে সবাই ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে, হৃদয়ে প্রশান্তি নিয়ে পরস্পর একসাথে বসবাস করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মা-বাবার প্রতি নমনীয় আচরন করা ও তাদের সেবা-যত্ন করা যেকোন মুসলিম সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এ ব্যাপারে অজুহাতের কোন সুযোগ নেই। এতে একজন মুসলিম ব্যক্তি নিজেও মানসিক প্রশান্তি অর্জন করে আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখিরাতেও উত্তম প্রতিদান লাভ করে।

তবে, অনেক মুসলিম পরিবারের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের হতাশ হয়ে পড়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। মুসলিম পরিবারের অনেক মা-বাবাই সন্তানদের অবাধ্যতা ও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ করে থাকেন। অধিকাংশ ছেলেরাই তাদের মা-বাবার অধিকার আদায়ে গাফিলতি করে এবং মা-বাবার চেয়ে স্ত্রী ও বন্ধুদের বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এসব সন্তানদের কাউকে যদি তার মা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন বা কোন আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে যেতে বলেন, তবে সে চিৎকার-চেঁচামেচি করে এবং মায়ের সাথে দূর্ব্যবহার করে।

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

সম্পাদকের কথামালা

মা-বাবা আল্লাহর দেয়া পৃথিবীর সেরা উপহার। সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা হচ্ছে নিখাঁদ ভালবাসা। এতে তাঁদের কোনো স্বার্থচিন্তা থাকে না। শিশু-সন্তানের প্রতিপালনের জন্য আল্লাহ মা-বাবার মনে এ ভালোবাসা দান করেছেন। এর কারণেই তাঁরা সন্তানের জন্য কষ্ট করেন। কোনো ধরণের বিরক্ত হন না। সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতার কারণে কত রাত জেগে কাটিয়ে দেন মা-বাবা। সন্তান কাঁদে, দুধ পান করে, মা জেগে থাকেন। সন্তানের অসুখ-বিসুখ হয়, বাবা-মা রাত জেগে তার সেবা করেন। আবার দিনে মা ঘরের কাজ করেন, নীরবে, নিঃশব্দে, নিভৃতে নিজের সুখটুকু বিসর্জন দিয়ে, নানান কায়দায় অর্থ সাশ্রয় করে সন্তানের জন্য সুখ কেনেন বাবা'রা। সন্তানকে ঘিরে মা-বাবার থাকে কত চিন্তা-ভাবনা, পরিশ্রম। ধীরে-ধীরে শিশু সন্তানকে বড় করে তোলেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা সন্তানকে আদেশ করেছেন সে যেন মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করে।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন—

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল—হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।' [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪]

সন্তান যখন নিজের পায়ে দাঁড়ায়, কাজ করতে শিখে, তখন তারা বৃদ্ধ মা-বাবার কথা বেমালুম ভুলে যায়। বিশেষ করে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিয়ের পর সন্তানের কাছে মা-বাবা যেন এক বোঝায় পরিণত হন। ঘরের দামী-দামী আসবাবপত্রের মধ্যে তখন মা-বাবাকে সবচেয়ে কম দামী মনে হয়। সন্তান তার ভালোবাসার নিবাসে মা-বাবাকে আশীর্বাদ মনে না করে তখন সমস্যা মনে করে। সে ভুলে যায় তার সে মায়ের কথা, যে মা তাকে দীর্ঘ দশমাস-দশদিন গর্ভে ধারণ করেছেন, কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে বুকের দুধ পান করিয়েছেন এবং আদর-যত্ন ও বুকভরা ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তাকে লালনপালন করেছেন। সন্তানের কান্নার আওয়াজ শুনে মায়ের ব্যাকুল মন হাজারো কাজ ফেলে ছুটে যায় সন্তানের

কাছে। আর সন্তান গর্ভে ধারণ ও ভূমিষ্ঠ হওয়ার কষ্ট যে কত মর্মান্তিক তা কোন ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না। ঠিক একইভাবে সন্তানকে লালনপালন করতে গিয়ে বাবাকেও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়েছে। এত কষ্ট স্বীকার করে যে পিতা-মাতা সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুললেন, তাঁদের প্রতি সন্তানের কি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকতে পারে তা সকলেরই বোধগম্য হওয়া উচিত। বাবা-মায়ের এই অবদানের কথা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এভাবে ঘোষণা করেছেন—

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছেন। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।' [সুরা লোকমান: ১৩]

মা-বাবা বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের কাছে কোন ধন-দৌলত বা সোনা-দানা চান না, বরং তারা চান সন্তানের কাছে পরম মমতা ও ভালোবাসামাখা একটু চাহনী, একটু আশ্রয়। যদিও মা-বাবা তাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে সন্তানদের লালনপালন করেন এবং লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেন নিঃস্বার্থভাবে। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থা এসব সন্তানদের এতটাই আধুনিক করে ফেলতেছে যে, তারা নিজেদের আত্মপরিচয় পর্যন্ত ভুলে যেতে বসেছে। তাই সন্তানরা বড় হয়ে নিজেদের—মহাপন্ডিত মনে করে অবজ্ঞা করে নিজের সহজ-সরল মা-বাবাকে।

তারা আয়-রোজগার করে নিজেদের জন্য তৈরী করে বড় বড় দালানকোঠা, এসব বড় বড় দালানে তাদের অনেক জিনিস রাখার মত জায়গা থাকে, কিন্তু একটু জায়গা থাকে না মা-বাবার জন্য। তখন বৃদ্ধ মা-বাবার অনেকে কাঁধে তুলে নেন ভিক্ষার ঝুলি আবার কারো বা শেষ ঠিকানা হয় বৃদ্ধাশ্রম।

অনেক পরিবারে মা-বাবাকে রাখলেও তা যেন তাদের কাছে বোঝা মনে হয়। তাই সরাসরি কিছু না বললেও অনেকটা আকার ঈঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে মা-বাবা যেন তাদের সংসারে আপদ হয়ে আছেন এবং তারা এটা থেকে মুক্তি চায়। তাই তাদের উপর চলে এক ধরনের মানসিক নির্যাতন এবং বঞ্চিত করা হয় তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। অথচ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য অপরিসীম।

মা-বাবার সেবা যত্ন করার মাধ্যমে সন্তানেরা দুনিয়াবী কল্যাণের পাশাপাশি পরকালীন মুক্তির পথ নিশ্চিত করতে পারে। হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য যে সকল গুণাহ রয়েছে, এগুলোর মধ্য থেকে অনেক গুনাহই

আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যকে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।' (বায়হাকী)

সন্তানের অসহায়ত্বের সময় মা-বাবা যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন তাহলে মা-বাবার অসহায়ত্বের সময় সন্তান কেন তার দায়িত্ব পালন করবে না? যে বাবা-মা এক সময় নিজে না খেয়েও সন্তানের মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন, তারা আজ কোথায় আছেন, কেমন আছেন, তাদের খোঁজখবর নেয়ার সময় আমাদের নেই। তার নিজের সন্তানও হয়তো একদিন তার সঙ্গে এমন আচরণই করবে। তাই মা-বাবার প্রতি যত্নবান হোন। আপনার মা-বাবাই আপনার জান্নাত-জাহান্নাম।

মা-বার সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? কী করলে আমরা আমাদের মা-বাবার হৃদয় জয় করে জান্নাত অর্জন করতে পারবো, এই বিষয়টি নিয়ে শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ ইংরেজী ভাষায় রচনা করেছেন—"How to be kind your parents" ছোট্ট একটি বই। পাশাপাশি কলমের আঁচড়ে তুলে ধরেছেন বাধ্য এবং অবাধ্য সন্তানদের বিভিন্ন ঘটনা। আশা করি কঠিন এবং অনুর্বর হৃদয়ে এই ছোট্ট পুস্তিকায় মা-বাবার প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনাবে। বিয-নিল্লাহি।

ইংরেজী এ বইটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সমীপে তুলে ধরার খেদমতটি করেছেন সামী মিয়াদাদ চৌধুরী ভাই। মহান রব তার হৃদয় এবং কলমের শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিন। এই বিশাল কাজে নিজেকে অংশীদার করতে পেরে মহান রবের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে দুআ করছি, মহান রব যেন এই বইটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সবাইকে জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ দান করেন। আমীন।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

প্রারম্ভিকা

সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, যিনি মা-বাবার অধিকার আদায়কে ইবাদতের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

"আর আল্লাহ তায়ালার উপাসনা করো। তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।"[১]

---

[১] সুরা নিসা : ৩৬।

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদেরকে শিষ্টাচার পূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[২]

আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অগুনিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হঠাৎ বলে উঠলেন, "তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দাও! তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দাও!" প্রশ্ন করা হলো—"কাকে, ইয়া রাসুলুল্লাহ?" প্রত্যুত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যারা তাদের মা কিংবা বাবা বা কোন একজনকে অথবা দুইজনকেই বৃদ্ধাবস্থায় পেলো, কিন্তু জান্নাতে হাসিল করতে পারলো না।"[৩]

---

[২] সুরা আল-ইসরা : ২৩-২৪।

[৩] সহিহ মুসলিম : ২৫৫১; এই হাদিসটি ছিল এমন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَى الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا رَقَى الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ: «آمِينَ» ، ثُمَّ رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «آمِينَ» ، ثُمَّ رَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «آمِينَ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: «آمِينَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: " لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ:

হে আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, এই বইটি লিখে আমি খুব আনন্দবোধ করেছি। হৃদয়ের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ একটি সুখী ও সমৃদ্ধ মুসলিম পরিবারকে উদ্দেশ্য করেই বইটি আমি লিখেছি। বইটি লেখার সময় এমন একটি মুসলিম পরিবারের চিত্র আমার মাথায় ছিলো—যে পরিবারে সবাই ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে হৃদয়ে প্রশান্তি নিয়ে পরস্পর একসাথে বসবাস করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মা-বাবার প্রতি নমনীয় আচরন করা ও তাদের সেবা-যত্ন করা যে কোন মুসলিম সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এ ব্যাপারে অজুহাতের কোন সুযোগ নেই। এতে একজন মুসলিম ব্যক্তি নিজেও মানসিক প্রশান্তি অর্জন করে আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখিরাতেও উত্তম প্রতিদান লাভ করে।

তবে, অনেক মুসলিম পরিবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমাদের হতাশ হয়ে পড়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অনেক মুসলিম পরিবারের সন্তানরাই তাদের মা-বাবার প্রতি অবাধ্য আচরন করে এবং তাদের সাথে খুব দুর্ব্যবহার করে। অধিকাংশ ছেলেরাই তাদের মা-বাবার অধিকার আদায়ে অবহেলা করে এবং মা-বাবার চেয়ে স্ত্রী ও বন্ধুদের বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এসব সন্তানদের কাউকে যদি তার মা হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন বা কোন আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে যেতে বলেন, তখন সে চিৎকার-চেঁচামেচি করে এবং মায়ের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে।

آمِينَ. ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: آمِينَ. ثُمَّ قَالَ: شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ.

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বারে আরোহর করলেন। প্রথমধাপে উঠে বললেন, আমিন! দ্বিতীয় ও তৃতীয়ধাপে উঠেও বললেন, আমিন। সাহাবিগণ বললেন— হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনাকে তিনবার আমিন বলতে শুনলাম। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যখন মিম্বারে আরোহরন করলাম তখন জিবরিল আলাইহি ওয়াসসালাম আগমন করলেন এবং বললেন, ঐ ব্যক্তি হতভাগা! যে রমাদান মাস পেল, আর রামাদান গত হয়ে গেল, কিন্তু তার পাপ মাফ হলো না। তখন আমি বললাম, আমিন। তারপর বললো, ঐ ব্যক্তি হতভাগা, যে তার মা-বাবাকে অথবা কোনো একজনকে বার্ধ্যক্য অবস্থায় পেল, অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম, আমিন। তৃতীয়বার বললেন, ঐ ব্যক্তি হতভাগা, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হলো, আর সে আপনার উপর দরুদ পাঠ করল না। বললাম, আমিন। [আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারি : ৬৪৪]—সম্পাদক।

অপরদিকে, স্ত্রী যদি তাকে কোথাও নিয়ে যেতে বলে, যেমন—শপিং মলে কিংবা অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় স্থানে, তখন সে কোন আপত্তি ছাড়াই আনন্দচিত্তে তাকে সেখানে নিয়ে যায়।

তেমনিভাবে, কোন বাবা যদি তার ছেলেকে ঘরের জন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনতে বলেন, তখন সে খুব চেঁচামেচি করে। কিন্তু যখন তার কোন বন্ধু তাকে অন্য কোন শহরে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিতে বলে, হাজারো সমস্যা সত্বেও সে আনন্দের সাথে সে ঐ কাজে রাজি হয়ে যায়। এর চেয়েও খারাপ হলো—অনেক সন্তান মা-বাবার সাথে অসহনীয় আচরন করে, তাদের গালাগালি করে, এমনকি অনেকে মা-বাবাকে মারধর পর্যন্ত করে। অতঃপর একসময় তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এমন পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সৌদী আরবের রিয়াদে অবস্থিত শাইখুল ইসলাম মাসজিদের ইমাম শাইখ ইবরাহীম ইবনু আতিক আমাদের খুব দুঃখজনক একটি কাহিনী শুনিয়েছিলেন। শাইখ ইবনু আতিক বলেন, "একবার একজন বাবাকে তার ছেলে খুব মারধর করেছিলো। ঐ কুলাঙ্গার তার বাবাকে এমনভাবে মেরেছিলো যে চাবুকের আঘাত তার শরীরে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। সেই বাবার সাথে আমার সাক্ষাত হলে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আমি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম।"

একইভাবে, অনেক মেয়েও তাদের মায়ের সাথে খুব নিষ্ঠুর আচরন করে। নারীমুক্তি ও আধুনিকতার দোহাই দিয়ে মেয়েরা তাদের মায়ের সাথে চিৎকার করে কথা বলে, খারাপ ভাষা ব্যবহার করে, তাদের সাথে অশোভন আচরন করে এবং প্রায়ই মায়ের আদেশ-নিষেধকে অমান্য করে।

এসব গুরুতর সমস্যার কথা চিন্তা করে সমাজকে এ থেকে পরিত্রানের লক্ষ্যেই আমি এই ছোট পুস্তিকাটি রচনা করেছি। যার নাম আমি দিয়েছি—"যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন"। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং মা-বাবার প্রতি সদয় আচরন করে তাদের সুখী করার তাওফিক দান করেন। আল্লাহ তায়ালাই মানুষের একমাত্র পথ প্রদর্শনকারী। তিনি ছাড়া কোন ইবাদতকারী নেই এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমাদের তরফ থেকে অগনিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

মা-বাবার প্রতি অবাধ্য হওয়াকে ভয় করুন

মা-বাবার প্রতি অবাধ্যতা বিশ্বব্যাপী এখন এক মহামারির আকার ধারন করেছে। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা-বাব আজ অগনিত সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন। আমি এখানে কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এবং আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণের কিছু উক্তির উল্লেখ করছি। যাতে একালের সন্তানরা তাদের মা-বাবার কথা অমান্য করার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং এ থেকে নিজেদের বিরত রাখে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (২৩) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"[৪]

শাইখ আবদুর রহমান আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাঈসীর আল-কারীম আর-রাহমান ফী তাফসীর কালাম আল-মান্নান'-এ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে নিষিদ্ধ করার পর আমাদের নির্দেষ দেন, আমরা যেন শুধু তাঁরই ইবাদত করি। এটাই হচ্ছে তাওহীদ। অন্য সব ইলাহকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নেয়া। যখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, **'তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন'** – তার

---

[৪] সুরা আল-ইসরা : ২৩-২৪।

অর্থ, তিনি আমাদের ইসলামের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং **দুনিয়া ও আখিরাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে বলেছেন।** আর কারও নয়। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, বিপদ-আপদে সাহায্যকারী এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে হিসেব গ্রহণকারী। আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা এ দুনিয়া ও আখিরাতের সবকিছুর উর্ধ্বে।

এরপরই আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার অধিকারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—**"তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরন কর"**– যার অর্থ, কথায় ও কাজে নিজেদের মা-বাবার প্রতি আপনারা স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করুন। আপনার মা-বাবাই আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, তারাই আপনাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছেন, অসুস্থ হলে আপনার সেবা করেছেন এবং আপনার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। সেজন্য তাদের অধিকার আদায় করা আপনার উপর বাধ্যতামূলক। এখানে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই। শিশুকালে সন্তানের অসহায় অবস্থায় মা-বাবাই স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাকে লালন-পালন করেছিলেন। **কাজেই, মা-বাবার বৃদ্ধাবস্থায় তাদের প্রতি ঠিক একই রকম স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন ব্যতীত একজন সন্তান কোনভাবেই তাদের অধিকার আদায় করতে পারবে না।** তার মানে, বৃদ্ধাবস্থায় মা-বাবার শরীর ভেঙ্গে পড়বে এবং তারা অসুস্থ ও অসহায় হয়ে পড়বেন। তখন আপনার দায়িত্ব তাদের সেবা-যত্ন করা। কাজেই, **তাদের সাথে এমন কোন কথা বলবেন না যাতে তাদের অসম্মান হয় এবং তাদের সাথে কখনও অসদাচরন করবেন না।** তাদের সাথে **কখনও জোর গলায় চিৎকার দিয়ে কথা বলবেন না** এবং তাদের সাথে কখনও **খারাপ ভাষায় ব্যবহার করবেন না।** মা-বাবার সাথে এমন ভাষায় কথা বলুন, যেভাবে তারা পছন্দ করেন এবং **সর্বোচ্চ ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে** তাদের সম্মান প্রদর্শন করুন। কারণ, এতেই তারা আনন্দিত হবেন। **আর তাদের অনুগ্রহের কাছে নিজেদের সঁপে দিন।** এর অর্থ, যে কোন সন্তানের উচিত তার মা-বাবাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও ভদ্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সাথে আচরণ করা। আর তা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। মা-বাবাকে ভয় পেয়ে নয়, এমনকি তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যেও নয়। আর তাদের জন্য এই বলে দু'আ করুন—**"হে আমার মালিক! তাদের উপর তোমার রহমত বর্ষন কর।"** এর অর্থ—আল্লাহ তায়ালার কাছে এই বলে দু'আ করুন যে, আপনার মা-বাবাকে তিনি যেন ক্ষমা করে দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর

রহমত বর্ষন করেন। আমাদের শিশুকালে মা-বাবা আমাদের যেভাবে দয়াশীলতার মাধ্যমে লালন-পালন করেছেন, সেভাবেই যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।

কাজেই, একজন সন্তান তার মা-বাবার কাছ থেকে যত বেশী আদর-ভালবাসা পেয়ে বড় হয়, তার মা-বাবাও বৃদ্ধাবস্থায় তার কাছ থেকে তত বেশী অধিকার পাওয়ার দাবী রাখেন। এমনকি, মা-বাবার অবর্তমানে অন্য কেউ যদি কোন শিশুর দেখা-শোনা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিও এই শিশু বড় হলে তার কাছে থেকে একই প্রকার অধিকারের দাবী করতে পারে।

কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু-বছরে। আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।"[৫]

শাইখ আবদুর রহমান আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, **"আমি মানুষকে জোর নির্দেশ দিয়েছি"** বলে আল্লাহ তায়ালা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাদেরকে এমন কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যা সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। আর এখানে এ দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের মা-বাবা।

[৫] সুরা লুকমান : ১৪-১৫।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, **"আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও"**। যার অর্থ, আমাদের একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা যাবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে এবং কখনও কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। **"তোমাদের মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও"**-এই নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন যে, আমরা আমাদের মা-বাবার সাথে কথায় ও কাজে সদাচরন করবো, তাদের প্রতি সর্বদা স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করবো, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবো এবং কোন পরিস্থিতিতেই তাদের সাথে দূর্ব্যবহার করবো না। এরপরই **"অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে"** বলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। একদিন আমাদের মৃত্যু হবে এবং আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাবো। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তায়ালাই হবেন সর্বোচ্চ বিচারক। আর সেদিন আমরা সকলেই আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখিন হবো। দুনিয়ার বুকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যদি আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যদি আমরা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করি বা ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের কঠিন আযাবের সম্মুখিন হতে হবে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কেন মা-বাবার প্রতি আমাদের সদাচরন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, **"তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে"**—উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, সন্তান জন্মের সময় একজন মা ধারাবাহিক কষ্টের ভেতরে দিন অতিবাহিত করেন। গর্ভাবস্থায় সন্তানের প্রথম নড়াচড়ার অস্বস্তি থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের অমানুষিক তীব্র যন্ত্রনা, সবকিছুই একজন মাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। অতঃপর **"তার দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে"**—এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সন্তানের প্রতি একজন মায়ের অনুগ্রহের উদাহরণ পেশ করেছেন। একজন মানুষের জীবনের প্রথম দুই বছর তার জন্য সবচেয়ে সংকটময় সময়। এ সময় তার অতিরিক্ত যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। আর এই দুই বছর মা তার সন্তানকে স্তন্যপানের মাধ্যমে খাবার খাওয়ান এবং তার যাবতীয় লালন-পালন করেন। কাজেই, এ ক'বছরের আদর-যত্নের বিনিময়ে হলেও একজন সন্তানের প্রতি একজন মায়ের কি এতটুকু অধিকার জন্মায়নি, যার বিনিময়ে তিনি তার সন্তানের কাছে কিছু অধিকার আশা করতে পারেন? আর মায়ের প্রতি যথাযথ সদাচরন করার মাধ্যমে আমাদেরও কি উচিত নয় তার কষ্টের বিন্দুমাত্র হলেও প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করা?

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ثَلاَثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ- وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কবীরা গুনাহগুলোর ভেতর সবচে বড় গুনাহ সম্পর্কে আমি কি তোমাদের কিছু বলবো না?" সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সমস্বরে জবাব দিলেন—"জ্বী বলুন, ইয়া রাসুলুল্লাহ।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা এবং নিজের মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া [এবং তাদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করা]"। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান থেকে বসে বললেন, "মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার ব্যাপারেও আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি"। এরপর তিনি হাদিসটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন যে—আমরা বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ থাকতেন।[৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ،

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সবচে' নিকৃষ্ট গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, নিজের মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া (দায়িত্বে অবহেলা করা), কাউকে হত্যা করা (যার অনুমতি আল্লাহ দেননি,) এবং মিথ্যে সাক্ষী প্রদান করা।"[৭]

---

[৬]. সহিহুল বুখারি : ৫৯৭৭।

[৭] সহিহুল বুখারি : ৬৮৭১।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন—"যারা উপকারের খোঁটা দেয়, যারা মা-বাবার অবাধ্য থাকে, এবং যারা মদ্যপানে আসক্ত, তারা কেউ-ই জান্নাতে যেতে পারবে না।"[৮]

অন্য হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.

"শেষ বিচারের দিনে তিন প্রকার লোকের দিকে আল্লাহ তায়ালা ফিরেও তাকাবেন না। এক: যারা তাদের মা-বাবার অবাধ্য। দুই: যেসব নারী-পুরুষের ন্যায় পোষাক পরিধান করে। তিন: দাইয়ুস (অন্য বর্ণনায় আছে—যে স্বামী তার স্ত্রীর ব্যভিচারকে সমর্থন করে।) আর তিন শ্রেণীর লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক: যে তার মা-বাবার অবাধ্য। দুই: যে মদ্যপানে আসক্ত। তিন: যে তার উপকারের খোঁটা দেয়।"[৯]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"সবচে' নিকৃষ্ট গুনাহগুলোর একটি হচ্ছে মা-বাবার উপর লানত দেয়া।" সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো—"ইয়া রাসুলুল্লাহ! কীভাবে একজন ব্যক্তি তার মা-বাবাকে লানত দিতে পারে?" জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—"এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাবাকে গালি দিলো। তখন অপর ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য করে তার মা-বাবা সম্পর্কে গালি দিলো।"[১০]

---

[৮] সুনানু তিরমিযী, দারেমী। আত তারগীব : ৩/৩২৭। আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।—সম্পাদক।

[৯] সুনানু নাসাই : ২৫৬২, হাসান, সহিহ।

[১০] সহিহুল বুখারি : ৫৯৭৩।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—"কুরআনে তিনটি আয়াত আছে যা আমাদের জীবনের তিনটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত: আল্লাহ তায়ালা বলেন, **"আমি ও আমার রাসুলের কথা মেনে চলো।"** কাজেই, কেউ যদি শুধু আল্লাহ তায়ালাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করে, তার আনুগত্য আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তায়ালা বলেন, **"সময়মতো সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর।"** এখন কেউ যদি শুধু সালাত আদায় করে কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তার ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তৃতীয়ত: আল্লাহ তায়ালা বলেন, **"আমার প্রতি এবং তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি শুকরিয়া আদায় কর"।** কাজেই, কেউ যদি মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় না করে শুধু আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে, তার ইবাদতও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণে, **রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— "যদি কারও মা-বাবা তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর যদি কারও মা-বাবা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।"**[১১]

একদা কাব আল-আহবারকে জিজ্ঞেস করা হলো, "মা-বাবার অবাধ্যতা বলতে কি বুঝায়?" তিনি জবাব দিলেন, "কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে বলেন, তখন সে তা পূরণ করে না; কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কোন কিছু করতে আদেশ করেন, তখন সে তাদের কথা অমান্য করে; কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কিছু দিতে বলেন, অতঃপর সে তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়; কোন সন্তানকে যখন তার মা-বাবা কোন কিছুর ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তখন সে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে।"[১২]

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "কান্নারত মাতা-পিতার অর্থ হচ্ছে তাদের কথার অমান্য করা হয়েছে এবং এটি কবীরা গুনাহগুলোর একটি।"[১৩]

---

[১১] কিতাবুল কাবাইর, ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহু।

[১২] কিতাবুল কাবাইর, ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহু।

[১৩] আল আদাবুল মুফরাদ, আল-বুখারি রাহিমাহুল্লাহু।

অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

"আর আল্লাহ তায়ালার উপাসনা করো। তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।"[১৪]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওহীদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং শিরক থেকে হেফাজত থাকতে বলেছেন। অর্থাৎ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করি। তাঁর সাথে অন্য কাউকে যেন শরীক না করি। তারপরই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাদের মা-বাবার প্রতি সৎ ও সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মুসলিম সন্তানেরা তাদের মা-বাবার সাথে যেভাবে ব্যবহার করে, তা সত্যিই অবাক করে দেয়ার মতো। বর্তমান সময়ে মা-বাবার অধিকারগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে, সন্তানদের অবাধ্যতা ও একরোখামী প্রচন্ড আকার ধারণ করেছে, আর মা-বাবার সাথে সদাচরন করার ধারনাটি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

সন্তানের অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরনের মুখোমুখি হওয়া মা-বাবার জন্য খুব লজ্জাজনক ও বেদনাদায়ক। সন্তানের কাছে তারা অনেক বেশী ভালো ব্যবহার ও আদর-যত্ন কামনা করেন। মা-বাবা ও সন্তানের পবিত্র সম্পর্কের কথা চিন্তা করে সন্তান তাদের সাথে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরন করবে, এটাই সকল মা-বাবা আশা করে থাকেন। কিন্তু, বড় হয়ে যাওয়ার পর সন্তান ভুলে যায় যে, শিশুকালে সে যখন অসহায় ছিলো তখন এই মা-বাবাই পরম আদর-ভালবাসা দিয়ে তাকে লালন-পালন করেছিলেন। শিশুকালের কথা মনে করিয়ে দিলে সে

---

[১৪] সুরা নিসা : ৩৬।

তার যৌবন নিয়ে ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশ করে এবং মা-বাবার সাথে দূর্ব্যবহার করে। এমনকি সন্তান তার সামাজিক অবস্থানের কারণে মা-বাবা থেকে নিজেকে অধিক সম্মানিত ভাবতে থাকে। সে তাদের অবহেলা করে, তাদের সাথে খারাপ ভাষায় কথা বলে, তাদের গালাগালি করে, এমনকি মাঝে মাঝে মারধরও করে। মা-বাবা কখনই সন্তানের জন্য বদদুআ করতে পারেন না। কিন্তু, অনেক সন্তান তাদের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে। সন্তানের কাছ থেকে ধারাবাহিক দূর্ব্যবহার পেতে পেতে অনেক মা-বাবা এমন সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য নিজেদেরই অভিসম্পাত দিতে থাকেন। এর থেকে নিঃসন্তান থাকাও অনেক ভালো ছিলো—এমন ভাবনা প্রতিনিয়ত তাদের মনকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তানকে যখন মা-বাবার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তখনই এসব অকৃতজ্ঞ হতাভাগারা তাদের মা-বাবার প্রতি অবহেলা করে। সে তার বন্ধুদের সাথে খুব হাসি-খুশী আচরন করে, কিন্তু ঘরে মা-বাবার সাথে সে কর্কশ ভাষায় কথা বলে। সে তাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে এবং তাদের বেঁচে থাকা নিয়ে লজ্জাবোধ করে। সে ভুলে যায়—যদি নিজের মা-বাবার সাথে সে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে তার সন্তানও এটা দেখে শিখবে এবং পরবর্তীতে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কিন্তু যদি সে তাদের কথার অবাধ্য হয় এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে তার সন্তানও এসব দেখে দেখে বড় হবে এবং একপর্যায়ে তার কথার অবাধ্য হবে। এমন এক সময় আসবে যখন সে নিজে বৃদ্ধাবস্থায় উপনিত হবে এবং সন্তানদের সাহায্য ও সদাচরন তারও ভীষণ প্রয়োজন হবে। তখন যদি তার সন্তানও তার সাথে এমন ব্যবহার করে যেভাবে সে তার মা-বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলো, তাহলে তার কীরূপ অবস্থা হবে? এগুলো বর্তমান আধুনিক কালের সন্তানরা কখনই ভেবে দেখে না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ.

"আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার অবাধ্যতা এবং অন্যায়-অবিচার ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ লিপিবদ্ধ করতে বিলম্ব করেন। (এটা) কিয়ামত পর্যন্ত (চলতে থাকে),

যতদিন আল্লাহ চান। আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে শাস্তি তরান্বিত করে থাকেন।”[১৫]

মা-বাবার প্রতি সন্তানের অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার কিছু ঘটনা এখানে বর্ণনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়া থেকে হেফাজত করুন।

বৃদ্ধাশ্রমের একটি ঘটনা

এ ঘটনাটি ৮৪ বছর বয়স্কা একজন দূর্বল বৃদ্ধার। তিনি রিবাত আশ-শাকিরীন নামক একটি বৃদ্ধাশ্রমে বাস করতেন। বৃদ্ধাশ্রমটি ছিলো একটি দাতব্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। এখানে সেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই বাস করতেন, যাদের বাইরে দেখা-শোনার মতো কেউ ছিলো না। এই বৃদ্ধার কাহিনী ছিলো মা-বাবার প্রতি সন্তানের অবাধ্যতার একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। বৃদ্ধাবস্থায় উপনিত হবার আগে মা হিসেবে তিনি তার সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য যত্নের সাথে পালন করেছিলেন। সন্তানদের লালন-পালনে তিনি কখনই কোন ত্রুটি করেননি। কিন্তু এখন এই বৃদ্ধাবস্থায় এসে সন্তানরা তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এই গল্প যিনি আমাকে বলেছিলেন তার ভাষ্যেই এবার কাহিনীর পরবর্তী অংশটুকু শোনা যাক—

“আমি আমার এক বন্ধুর সাথে রিবাত আশ-শাকিরীন নামক সেই বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম। সেখানে হঠাৎ আমি ঐ বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। আমরা তার কাছে গেলাম ও কুশলাদি বিনিময় করলাম। প্রশ্ন করার পর আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি চার সন্তানের জননী। সন্তানদের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন—‘হে আল্লাহ! আমার সন্তানদের মাফ করে দিন এবং তাদের

---

[১৫] আল-হাকিম, আল-আলবানী : ৫/১৩৭ আয-যাহাবীও আল-হাকিমের সাথে একমত পোষন করেন এবং আত-ত্বাবারানী হাদিসটি আল-কাবীরে সংকলিত করেন।—সম্পাদক।

জীবনে কামিয়াবী দান করুন'। আমরা তাকে তার স্বামী ও পরিবার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার স্বামী ১৬ বছর আগে মারা গিয়েছেন এবং আল্লাহ ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার এই চারটি সন্তানই রয়েছে। তারা তাদের জীবনে সাফল্যের সাথে জীবিকা নির্বাহ করছে। সবচেয়ে বড়জন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে, একজন প্রৌকশলী এবং আরেকজন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। আর আমার মেয়ে একজন ডাক্তার। বিয়ের পর সে তার স্বামীর সাথে বিদেশে চলে গিয়েছে।'

আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"এতজন সন্তান থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি এই বৃদ্ধাশ্রমে পড়ে আছেন?" অত্যন্ত কষ্টের সাথে হৃদয়বিদারক কণ্ঠে তিনি বললেন যে, সন্তানরা তাদের জীবনে তাকে আর কামনা করে না। তার প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গিয়েছে। তাদের বাবার মৃত্যুর পর সন্তানরা সবাই মাকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। খুব কমই তারা এসে মায়ের খোঁজ-খবর নিত। যদি রিবাত আশ-শাকিরীনের মতো কোন বৃদ্ধাশ্রম না থাকতো এবং কিছু দয়াদ্র ব্যক্তি যদি তাকে সাহায্য না করতেন, তাহলে তাকে রাস্তায় বা বস্তিতে জীবন যাপন করতে হতো।

সন্তানদের থেকে এতো কষ্ট ও যন্ত্রনা পাওয়ার পরও সেই বৃদ্ধা সবসময় আল্লাহর কাছে সন্তানদের উত্তম জীবনের আশায় দুআ করেন। আল্লাহ যেন তাদের জীবনে উন্নতি সাধন করেন। তাকে চরম অবহেলা করা হয়েছে এবং তার সাথে অত্যন্ত দূর্ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও তিনি সবসময় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন। যদিও সন্তানদের জন্য তার মন খুব কাঁদে এবং মৃত্যুর পূর্বে একবার হলেও তিনি তাদের দেখে যেতে চান। তিনি আরো যোগ করলেন, "আমি তাদের কোন অনিষ্ট চাই না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে জ্ঞানী। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই দুনিয়াতেই তাদের সাথে ন্যায় বিচার করবেন। নাতী-নাতনীদের দেখার জন্যও আমার মন খুব কাঁদে এবং তাদের সাথে দেখা করতে আমাকে বাঁধা দেয়া মোটেও উচিত নয়। কিন্তু অনেক বছর হলো তাদের সাথেও আমার দেখা হয় না।"

বুকে ব্যাথা উঠলে এই বৃদ্ধাকে পরে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেলো তিনি হৃদরোগে ভুগছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি তার সন্তানদের জন্য পথ চেয়ে আছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সন্তান ও নাতী-

নাতনীদের একটিবার দেখে যেতে চান এবং তাদের জন্য একান্তে দুআ করে যেতে চান। এই তার মনের অন্তিম খায়েশ।[১৬]

বাবা যখন চাকর

এ ঘটনাটি এমন এক মুসলিম ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি পশ্চিমা ধ্যান-ধারনা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। উচ্চতর পড়াশুনা শেষ করার জন্য তিনি পশ্চিমা এক দেশে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি ফিরে এসেছিলেন এক ভিন্ন মানুষরূপে। তার স্বভাব সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো এবং তার আচার-আচরন ও নীতি-নৈতিকতায় বিকৃতি ঘটেছিলো। পড়াশুনা শেষ করে ফিরে আসার পর সে তার মা-বাবার সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে।

ছেলের বাড়ী ফিরে আসা উপলক্ষ্যে তার বাবা খুব আনন্দিত ছিলেন। একদিন ছেলেটি তার কিছু বন্ধুকে তার বাবার বাড়ীতে দাওয়াত দিলো। বাবা তার ছেলের বন্ধুদের খুব খাতির-যত্ন করলেন। ছেলে যখন তার বন্ধুদের সাথে হাসি-ঠাট্টায় মত্ত ছিলো, তখন বাবাই তাদের খাবার ও পানীয় এনে দিলেন। একদা বাবা যখন আরো কিছু খাবার আনতে রান্নাঘরে গেলেন, এক অতিথি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, 'যে লোক আমাদের খাবার এগিয়ে দিয়ে এতো আপ্যায়ন করছে সে কে?' উত্তরে ছেলে বললো, 'সে একজন ভৃত্য। আমাদের বাসায় ফাইফরমাস খাটে'।[১৭]

---

[১৬] ঘটনাটি আন-নাওদাহ্ পত্রিকার ৯৯৬৬ নং ইস্যু হতে সংগৃহীত।

[১৭] ঘটনাটি শাইখ আবদুল আজীজ আস-সালমান তাঁর মাওয়ারীদ আদ-দ্বামআন গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

সন্তানের প্রতি যত্ন নেওয়ার ফলে..

এ ঘটনাটি বসরা নগরীর এক ধনী ব্যক্তির। তিনি একটি পুত্র সন্তানের আশায় খুব চেষ্টা করছিলেন। তার স্ত্রী যেদিন একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন, তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। পৃথিবীর অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে তিনি তার শিশুপুত্রকে অধিক ভালবাসতেন। যতদিন না সে বড় হয়, তিনি তার প্রতিটি ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন। একদিন সেই ধনী ব্যক্তি ও তার পুত্র একসাথে রাস্তায় হাঁটছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ কেউ একজন তাকে পেছন থেকে আক্রমন করলো এবং ছুরি দিয়ে পিঠে আঘাত করতে থাকলো। সাহায্যের আশায় তিনি চিৎকার করে তার ছেলেকে ডাকতে লাগলেন। তখনই তিনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, যে ব্যক্তি তার পিঠে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে সে আর কেউ নয়। তারই নিজের সন্তান। অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে ধনী ব্যক্তিটি শাহাদাত পাঠ করলেন। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে মাফ করে দিন। তিনিই সঠিক ছিলেন।'—এই বলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

বৃদ্ধ ধনী লোকটি মৃত্যুর আগে এক বুক ঈমান নিয়ে শাহাদাত পাঠ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা সন্তানের ব্যাপারে তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মোটেও সন্তানকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহই সঠিক ছিলেন।' এ দ্বারা কুরআনের বাণীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুনাময়।"[১৮ ১৯]

---

[১৮] সুরা আত-ত্বাগাবুন : ১৪।

দাহরানের বৃদ্ধাশ্রম

সৌদী আরবের দাহরানের একটি বৃদ্ধাশ্রম। এখানে অনেক সমাজসেবী সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। তেমনই একজন সেচ্ছাসেবক আমাকে জানালেন, “একবার আমরা আমাদের একজন অতিথির মেয়ের কাছে অতিথিকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে একটি চিঠি পাঠালাম। তিনি এসেই আমাকে ধমকাধমকি শুরু করে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমিই বৃদ্ধাশ্রমের পক্ষ থেকে চিঠিটি পাঠিয়েছি এবং তার মাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করেছি। বৃদ্ধাশ্রমের সবাই তার চেঁচামেচি শুনছিলো এবং এরই মাঝে বৃদ্ধাশ্রমের হাসপাতাল থেকে কয়েকজন ডাক্তার এসে ঐ নারীকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তাকে জানানো হলো যে, তার মায়ের ব্যাপারে আমি কোন রিপোর্ট তৈরী করিনি, বরং সেই রিপোর্ট মূলত তৈরী করেছে ডাক্তারদের একটি বিশেষ দল। যদিও তাদের সব চেষ্টাই ছিলো নিরর্থক। কারও কথা না শুনে তিনি তার মাকে না নিয়েই চলে গিয়েছিলেন। তার মা মেয়ের সব কথাই শুনছিলেন। সবাই মনে করেছিলেন বৃদ্ধা এবার মেয়ের উপর খুব রাগ করবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি মেয়ের পক্ষ নিয়ে সাফাই গাইতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ‘আপনারা আমার মেয়েকে মাফ করে দিন। আসলে সে খুব ভাল একজন মানুষ। কিন্তু সে তার স্বামীকে খুব ভয় করে। তাই সর্বদা এমন তটস্থ থাকে’। হাসপাতালের সকলেই এ হৃদয় ছোঁয়া ঘটনায় খুব কষ্ট পেয়েছিলো।

সেদিন থেকে সেই বৃদ্ধার সাথে আমি সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করতাম। আমি তার দেখভাল করতাম এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করতাম। প্রতিদিনই তার একটি অনুরোধ থাকতো। তিনি তার মেয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাকে নিয়ে যেতে বলতেন। প্রতিদিনই তার মেয়ে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতো। এমনকি মাঝে মাঝে সে আমাদের ফোনও রিসিভ করতো না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তার মা কখনই তার জন্য দুআ করতে ভুলে যেতেন না। প্রতিদিনই তিনি তার মেয়ের উত্তম ভবিষ্যতের জন্য দুআ করতেন।”[২০]

---

[১৯] ঘটনাটি শাইখ আবদুল আজীজ আস-সালমান তাঁর ‘মাওয়ারীদ আদ-দ্বামআন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

[২০] ঘটনাটি উকাধ পত্রিকার ৯৭৮৪ নং ইস্যু হতে সংগৃহীত।

মা-বাবার প্রতি বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ ও মনোভাব

নীচে এক ব্যক্তি ও তার মায়ের মধ্যকার একটি আলাপচারিতা দেয়া হলো—

মা ছেলেকে তার নাম ধরে ডাকছিলেন।

ছেলে (খুব বিরক্ত হয়ে): 'ধুর! এই বুড়ো মহিলাটি কী চায়?'

মা: 'আমার খুব ব্যাথা হচ্ছে। তুমি কি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে?'

ছেলে: তোমার আবদার কখনই শেষ হবে না। আমি এখন ব্যস্ত।

মা: তুমি আমাকে শুধু একবার নিয়ে চলো বাবা।

ছেলে: তোমাকে না কতবার বলেছি আমি এখন কাজ করছি?

মা: কি নিয়ে তুমি এতো ব্যস্ত? তুমি তো সারাদিন ঘরেই বসে থাকো।

ছেলে: তুমি কি আমাকে জেরা করছো?

মা: না। কিন্তু আমি ভীষণ অসুস্থ।

ছেলে: তোমার প্যানপ্যান বন্ধ করো তো! আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে ৫ মিনিটের ভেতরেই প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে আমি তোমাকে ঘরে রেখেই চলে যাবো।

মা: আমি এক মিনিটের ভেতরেই প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি।

এবার সকলের বুঝার জন্য অন্য আরেকটি আলাপচারিতা নীচে দিয়ে দিচ্ছি। এবারের আলাপচারিতাটি সেই একই ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে হয়েছিলো—

স্ত্রী: এই যে, এই?

স্বামী: তোমার জন্য আমি কী করতে পারি প্রিয়? তুমি কী চাও?

স্ত্রী: আমি চাই তুমি আমাকে এখন একটু বেড়াতে নিয়ে যাও।

স্বামী: যেমন তুমি চাও। আমি তোমার খেদমতে সর্বদা হাজির।

স্ত্রী: তাহলে চলো বেরুই।

স্বামী: আমি তোমার জন্য গাড়িতে অপেক্ষা করছি। তুমি আস্তে-ধীরে প্রস্তুত হয়ে এসো।

হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা! দুঃখজনকভাবে মুসলিম ভাইদের অনেকেই মায়ের থেকে স্ত্রীকে বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তারা স্ত্রীর সাথে খুবই সদয় আচরন করেন এবং তাদের সব প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তারা নিজের মায়ের কোন খেয়াল রাখেন না। অথচ এই মা তাকে ১০ মাস গর্ভে ধারন করে জন্ম দিয়েছেন, স্তন্যপানের মাধ্যমে তাকে লালন-পালন করেছেন। তারা চেয়েও খারাপ, অনেক অশিক্ষিত জাহেল নিজের মায়ের উপর হাত তুলে এবং তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়।

শাইখ আহমাদ আল-কাত্তান বলেন—"একদা এক মা কান্নারত অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। এসে তিনি তার ছেলে সম্পর্কে অভিযোগ জানালেন। সে তার মা-বাবার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তিনি বললেন, 'আমার ছেলে আমার কোন কথাই গুরুত্ব দিয়ে শোনেনা এবং আমার কোন প্রয়োজনই মেটানোর চেষ্টা করে না। সে শুধু তার স্ত্রীর কথামতো চলে। আমার ছেলের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারন করে। সে খুব উগ্রভাবে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু যখনই আমার ছেলে ঘরে ফিরে সে কান্নাকাটি করে ইনিয়ে বিনিয়ে আমার নামে তার কাছে বিভিন্ন নালিশ জানাতে থাকে। আমি কিছু বলার চেষ্টা করলে প্রায়সময়ই তাদের সাথে তর্ক বেঁধে যায়। তখন কখনও কখনও আমার ছেলে তার স্ত্রীর সামনেই আমাকে থাপ্পড় মেরে বসে।'"[২১]

অন্য আরেক লোক স্ত্রীর সাথে আলাদা থাকার জন্য তার মাকে ছেড়ে চলে আসে। তার কিছু আত্মীয়-স্বজন ব্যাপারটি মিটমাট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোকটি এতে রাজি হয়নি। আত্মীয়রা লোকটিকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার মায়ের খেদমত কর। মায়ের পায়ের নিচেই সন্তানের বেহেশত'। এ কথা শুনে অনেকটা উপহাসের সুরেই সে উত্তর দিলো—'না। মানুষের বেহেশত তার স্ত্রীর পায়ের নীচে।' আত্মীয়রা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। তারা বললেন, 'তুমি তোমার মাকে ছেড়ে এলে কেন?' লোকটা জানালো, 'আমি তাকে আদব শেখাতে চাই।'

এক ব্যক্তির স্ত্রী তাকে খুব তাগাদা দিচ্ছিলো সে যেন তার মাকে আলাদা বাসায় পাঠিয়ে দেয়। ব্যক্তিটি স্ত্রীর কথা শুনতে এক মূহুর্ত ব্যয় করলো না। মাকে সে

---

[২১] উপরোক্ত ঘটনাটি শাইখ আহমাদ আল-কাত্তানের 'Kindness to Parents' লেকচার হতে সংগৃহীত।

পাশের ফ্ল্যাটে আলাদা করে দিলো। শীতকাল এলে প্রচন্ড ঠান্ডায় ঐ মায়ের একা একা বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। অসহায় মা বলেন, 'আমি আমার বাসায় একা ছিলাম এবং ঠান্ডায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলাম। আমার সাস্থ্যেরও বেশ অবনতি হয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম আমার ছেলে আমাকে কোন হাসপাতালে নিয়ে যাবে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, সে আমাকে একটি বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে। সেদিনের পর থেকে সে কোনদিন আমার খোঁজ-খবর নেয়নি।'

অবাধ্য সন্তানদের প্রতি কিছু নাসীহাহ

আপনার মা-বাবাকে কখনও অবহেলা করবেন না। তাদের ভালো-মন্দের দিকে সদা নজর রাখুন। তাদের সাথে কখনও রূঢ় ব্যবহার করবেন না কিংবা এমন কোন কাজ করবেন না যাতে তারা মনে কষ্ট পান। সন্তান হিসেবে মা-বাবার কথা মেনে চলা আপনার উপর বাধ্যতামূলক। এখানে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই। কাজেই, তাদের প্রতি সদয় আচরন করুন এবং তাদেরকে অবহেলা করা হতে বিরত থাকুন। আপনি জান্নাতে যাওয়ার ইরাদা করেছেন, অথচ আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী জান্নাত রয়েছে মায়ের পায়ের নীচে। মায়ের খেদমতে অবহেলা করার অর্থ আপনি জান্নাতকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। মা আপনাকে হাজারো কষ্ট ও যন্ত্রনা সহ্য করে নয় মাস গর্ভে ধারন করেছেন। তারপর আপনার জন্মের সময়ও তিনি অসহনীয় প্রসব বেদনাকে হাসিমুখে আপন করে নিয়েছেন। এরপর তিনি স্বার্থহীনভাবে আপনাকে স্তন্যপান করিয়েছেন এবং আপনার যাবতীয় দেখাশুনা করেছেন। তিনি আপনার মল-মূত্র পর্যন্ত পরিস্কার করেছেন অতি আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে। আপনার অসুস্থতার সময় তিনি উদ্বিঘ্ন মনে আপনাকে কোলে নিয়ে নির্ঘুম সারারাত পার করেছেন এবং আপনার পাশে বসে রাতভর আপনার সেবা-যত্ন করেছেন। আপনার মা নিজের টাকা-পয়সার চিন্তা না করে আপনাকে সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন এবং আপনার আরোগ্যের জন্য দিনরাত আল্লাহর দরবারে দুআ করেছেন।

মনে রাখবেন, আপনাকে সাচ্ছন্দে বড় করে তোলার জন্য আপনার মা নিজের ভালো-মন্দের বাছ-বিচার করেননি। এতসব ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্ত্বেও আপনি তার সাথে কিভাবে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন? তার কর্তব্যে অবহেলা করতে পারেন? তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারেন? বৃদ্ধাবস্থায় যখন আপনাকে তার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এমন কঠিন সময়ে আপনি তাকে ছেড়ে কিভাবে চলে যেতে পারেন? নিজের মাকে ক্ষুধার্ত রেখে কিভাবে আপনি পেট ভরে খেতে পারেন? কিভাবে নিজের মায়ের থেকে আপনার স্ত্রী ও বাচ্চাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন? কিভাবে নিজের মা'কে আপনি অবহেলা করতে পারেন? কিভাবে আপনি তার উপস্থিতিতে বিরক্তিবোধ করতে পারেন আর কিভাবেই বা আপনি তার মৃত্যু কামনা করতে পারেন? সুবহানাল্লাহ! অথচ মা-বাবার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনকি সামান্যতম 'উহ্' শব্দ বলে বিরক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যদি আপনি নিজের মা-বাবার সাথে দূর্বব্যবহার করে থাকেন, এই দুনিয়ার বুকেই আপনি তার শাস্তি পেয়ে যাবেন। আপনার সন্তানরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করবে না এবং আপনার অবাধ্যতা করবে। আর আখিরাতেও আল্লাহ তায়ালা থেকে আপনার অবস্থান হবে সবচেয়ে দূরবর্তী।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ،

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মায়েদেরকে কষ্ট দেওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।"[২২]

আপনার কৃতকর্মের যতটুকু প্রাপ্য ঠিক ততটুকুই আপনি পাবেন

কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

"তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।"[২৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ.

"আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার অবাধ্যতা এবং অন্যায়-অবিচার ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ লিপিবদ্ধ করতে বিলম্ব করেন। (এটা) কিয়ামত পর্যন্ত (চলবে), যতদিন আল্লাহ চান। আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে শাস্তি তরান্বিত করে থাকেন।"[২৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—"দুই প্রকার গুনাহর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাৎক্ষণিক এ দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করে। অন্যায়-অবিচার করলে, আর মা-বাবার অবাধ্য হলে।"[২৫]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কেউ যদি তার মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনে গাফিলতি করে, তবে সে তার সন্তানদের থেকেও তেমনি গাফিলতির শিকার হবে। আর যে ব্যক্তি তার মা-বাবার সাথে সদাচরন করবে এবং তাদের দেখাশোনা করবে, তার সন্তানও ঠিক একইভাবে তাকে দেখাশোনা করবে এবং তার সাথে সদাচরন করবে। এখানে আমি কিছু কাহিনী বর্ণনা করছি, যেগুলো এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

---

[২৩] সুরা আত-তুর : ১৬।

[২৪] মুস্তাদরাক, ইমাম হাকেম : ৫/১৩৭। আয-যাহাবীও আল-হাকিমের সাথে একমত পোষণ করেন এবং আত-ত্বাবারানী হাদিসটি আল-কাবীরে সংকলিত করেন।—সম্পাদক।

[২৫] আল-হাকিম, আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন: ৫/১৩৭।—সম্পাদক।

আল মান্নাভী তাঁর 'বীররুল ওয়ালিদাঈন' গ্রন্থে এ কাহিনীটি বর্ণনা করেন। আল-আসমাঈ বলেন—"আমাকে এক ব্যক্তি বললো, 'দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অবাধ্য সন্তানকে খুঁজে বের করার জন্য, আমি একদা দীর্ঘ ভ্রমনে বের হলাম। একদিন আমি এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম। উনি একটি বালতি দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলছিলেন। বালতির দড়িটি তার গলায় বাঁধা ছিলো। তখন গ্রীষ্মকাল ছিলো। সেদিন এতোই গরম পড়েছিলো যে উট পর্যন্ত গরমে অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলো। বৃদ্ধের পেছন থেকে এক যুবক তাকে চাবুক পেটা করছিলো। আমি সেই যুবককে বললাম, 'আল্লাহকে ভয় কর! এই বৃদ্ধটি খুবই দুর্বল এবং তুমি তার সাথে যে আচরন করছো সেটা তার সহ্যের বাইরে। দয়া করে তুমি তোমার চাবুক মারা থামাও।' তখন সে যুবক বললো, 'এ বৃদ্ধ আমার বাবা।' আমি বললাম, 'আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করুন।' যুবকটি চিৎকার দিয়ে বললো, 'চুপ থাকো! সে তার বাবার সাথে এভাবেই ব্যবহার করতো। আর তার বাবাও তার দাদার সাথে এমনই আচরন করতো।' তখন আমি মনে মনে বললাম, 'এ ব্যক্তিই দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অবাধ্য সন্তান।'"

এখানে আরেকটি কাহিনী বর্ণনা করছি। এ কাহিনীকে আমাদের খুব গুরুত্বের সাথে বিচার করতে হবে। আর আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।"[২৬]

এ কাহিনী এক যুবককে কেন্দ্র করে। সে তার দিনের অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে অসৎ বন্ধুদের সাথে আনন্দ-ফুর্তি করে কাটিয়ে দিতো। তার বাবা খুব ধার্মিক ছিলেন। তিনি ছেলেকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সে কোন কাজ করতো না এবং বন্ধুদের সাথে আনন্দ-ফুর্তি করে দিন কাটাচ্ছিলো। এতে তিনি খুব মনোকষ্টে ভুগছিলেন। তাই বৃদ্ধটি তার ছেলেকে বারবার সাবধান করে দিতেন এ বলে যে, সে যেন তার জীবনের পরিবর্তন করে এবং অসৎ ও নিষ্কর্মা বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে। তিনি তাকে আল্লাহর ভয়ও দেখাতেন। তিনি ছেলেকে ভয় দেখিয়ে বলতেন, "আল্লাহ তায়ালা কোন অন্যায়কারীকে ক্ষমা করেন না।

---

[২৬] সুরা কাফ : ৩৭।

তুমি সাবধান হও।" কিন্তু বাবা ছেলেকে যতই শোধরানোর চেষ্টা করছিলেন, দূর্ভাগ্যজনকভাবে সে ততই গুয়ার্তুমী করছিলো এবং বাবার প্রতি তার অবাধ্যতা ও নির্দয় আচরন আরও বেড়ে গিয়েছিলো। একদিন বাবা তার পরামর্শ শোনার ব্যাপারে ছেলেকে খুব চাপাচাপি করছিলেন। কিন্তু তাকে নিতান্তই অবাক করে দিয়ে ছেলে তার মুখে হঠাৎ চড় মেরে বসলো। বাবা খুবই মর্মাহত হলেন এবং তখনই কসম কাটলেন এই বলে যে, কখনও কা'বা শরীফ সফরে গেলে তিনি আল্লাহর নিকট থেকে এই অন্যায়ের প্রতিদান চাইবেন। একদা তিনি কা'বা সফরে গেলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানালেন, "হে আল্লাহ! দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ আপনার ঘর সফর করতে আসে। তাই আমিও আপনার দরবারে এসে আপনার কাছে দুআ ভিক্ষা করছি। আমার ছেলে খুব অবাধ্য এবং সে আমার সাথে খুবই অন্যায় আচরন করেছে। ইয়া মাবুদ! আপনি যেন এই অন্যায়ের বিচার করেন। হে আমার রব! আপনি যেন তাকে চলাচলে অক্ষম করে দেন। আপনিই মহামহিম ন্যায়বিচারক। কেউ আপনাকে জন্মদান করেনি, আপনিও কাউকে জন্মদান করেননি।"

আল্লাহর দরবারে বৃদ্ধের ফরিয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার ছেলের দেহের ডান পাশ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মা-বাবার অবাধ্যতা হতে, হৃদয়ের কাঠিন্য হতে এবং সকল প্রকার গুনাহ ও পাপ কাজ হতে হেফাজত করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।[২৭]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.

"আল্লাহ তায়ালা তিন প্রকার দুআ সাথে সাথে কবুল করে নেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। মাজলুমের দুআ। মুসাফিরের দুআ। সন্তানের জন্য মা-বাবার দুআ।"[২৮]

---

[২৭] কাহিনীটি শাইখ আবদুল আজীজ আস-সালমানের 'মাওয়ারিদ আদ্ব-দ্বামআন' গ্রন্থ হতে সংকলিত।

[২৮] ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, আত-তিরমিযী : ১৯০৫।

অনুপ্রেরণামূলক কিছু দৃষ্টান্ত

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ আমি আপনাদের শুধু বেদনাদায়ক কাহিনীই শুনিয়েছি। অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতায় ভরপুর এসব কাহিনী শুনতে শুনতে আপনাদের মনও হয়তো বেশ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই এখন আমি আনন্দের সাথে আপনাদের আশাব্যঞ্জক কিছু কাহিনী শোনাতে চাই। যে কাহিনীগুলো আমাদের নবী-রাসুল ও সালাফদের অসামান্য সুন্দর চরিত্রের উদাহরণে সমৃদ্ধ। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ব্যাপারে আমি আমার রবের নিকট সর্বাত্মক আশ্রয় চাই। তিনি যেন সর্বদা আমাদের সঠিক পথের উপর কামিয়াব রাখেন।

পিতা-পুত্রের আদেশ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাঁর নবী হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করে আমাদের জন্য সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যখন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বাবা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন,

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

"হে আমার সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।"[২৯]

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর ইচ্ছের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলেন এবং তার বাবার কথা মেনে নিয়েছিলেন। বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালাও তাঁর নবীকে সম্মানিত করেছিলেন এবং তাঁকে একটি ভেঁড়া কুরবানীর মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন।[৩০]

মায়ের খেদমতের ফলে

হযরত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একদা (আমাদের পূববর্তী জাতির) তিন ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বের হলো। হঠাৎ বৃষ্টি চলে এলে তারা একটি গুহার ভেতর আশ্রয় নিলো। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তারা ভেতরে থাকা অবস্থায়ই ভূমিধ্বসের কারণে গুহার প্রবেশমুখ বন্ধ হয়ে পড়লো। তারা পরস্পর বলতে লাগলো—'একমাত্র হক্ব কথা ব্যতীত তোমাকে অন্য কিছুই রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই, ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জীবনে যদি কোন ভালো কাজ করে থাকো, তাহলে তার বিনিময়ে তোমাদের আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা উচিত।' এদের একজন বললো, 'হে আমার রব! তুমি তো জানো আমি আমার বৃদ্ধ মা-বাবার সাথে থাকতাম। প্রতিরাতে আমি তাদের ভেঁড়ার দুধ পান করতে দিতাম। একরাতে আমার ঘরে ফিরতে দেরী হলো আর এসে দেখলাম মা-বাবা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। পক্ষান্তরে আমার স্ত্রী-সন্তানরা ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছিলো। কিন্তু তাদের কষ্ট দেখেও আমার মা-বাবা দুধ পান

---

[২৯] সুরা আস-সফফাত : ১০২।

[৩০] আহমাদ আশুরের 'বীররুল ওয়ালিদাঈন' গ্রন্থ হতে সংকলিত।

করার আগ পর্যন্ত আমি তাদের সে দুধ পান করতে দেইনি। অন্যদিকে আমার মা-বাবাকে ঘুম থেকে জাগাতেও আমার সংকোচ হচ্ছিলো আবার তারা যে দুধ না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে এতেও আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম। সেজন্য আমি তাদের জেগে ওঠার জন্য ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে ঐ কাজটি আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে আপনি গুহার পাথরটিকে সরিয়ে দিন। এর কিছুক্ষণ পরই পাথরটি সরে গেলো এবং তারা পুনরায় সূর্যালোকের দেখা পেলো।[৩১]

---

[৩১] সহিহ বুখারি : ৫৯৭৪। হাদিসটির অংশের আরবীপাঠ:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ.

হযরত ইবনু উমারের রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একদা (আমাদের পূববর্তী জাতির) তিন ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বের হলো। হঠাৎ বৃষ্টি চলে এলে তারা একটি গুহার ভেতর আশ্রয় নিলো। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তারা ভেতরে থাকা অবস্থায়ই ভূমিধ্বসের কারনে গুহার প্রবেশমুখ বন্ধ হয়ে পড়লো। তারা পরস্পর বলতে লাগলো—'একমাত্র হক্ককথা ব্যতীত তোমাকে অন্য কিছুই রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই, ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জীবনে যদি কোন ভালো কাজ করে থাকো, তাহলে তার বিনিময়ে তোমাদের আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা উচিত'। এদের একজন বললো, 'হে আমার রব! তুমি তো জানো আমি আমার বৃদ্ধ মা-বাবার সাথে থাকতাম। প্রতিরাতে আমি তাদের ভেঁড়ার দুধ পান করতে দিতাম। একরাতে আমার ঘরে ফিরতে দেরী হলো আর এসে দেখলাম মা-বাব দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। পক্ষান্তরে আমার স্ত্রী-সন্তানরা ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছিলো। কিন্তু তাদের কষ্ট দেখেও আমার মা-বাবা দুধ পান করার আগ পর্যন্ত আমি তাদের সে দুধ পান করতে দেইনি। অন্যদিকে আমার মা-বাবাকে ঘুম থেকে জাগাতেও আমার সংকোচ হচ্ছিলো আবার তারা যে দুধ না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে এতেও আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম। সেজন্য

আম্মুর আদেশ

আবু আবদুর রহমান বলেন, "একদা এক লোক ছিলো, যে তার মা-বাবার সাথে খুব ভালো আচরন করতো। যখন তার মা-বাবা তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন, তাদের হুকুম পালন করে সে বিয়ে করলো। কিন্তু একদিন তার মা ও স্ত্রীর ভেতর ভয়ানক ঝগড়া হলো। তখন তার মা তাকে নির্দেশ দিলেন স্ত্রীকে তালাক দেবার জন্য। কিন্তু লোকটির জন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়া খুব সহজ কাজ ছিলো না। অবশ্য সে তার মায়ের কথার অবাধ্য হতেও ভয় পাচ্ছিলো। এ ব্যাপারে কিছু পরামর্শ করার জন্য সে গেলো হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট। হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, "আমি তোমাকে কোনটিই করতে পরামর্শ দেবো না। না আমি বলবো তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। না বলবো তোমার মায়ের অবাধ্য হও। কিন্তু তুমি যদি অনুমতি দাও আমি তোমাকে একটি হাদিস শোনাতে পারি। হাসিদটি আমি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যারা মা-বাবার প্রতি কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, তারা জান্নাতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করবে। কাজেই, এটা তোমাদের উপর নির্ভর করছে—তোমরা সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাও, নাকি এতে ব্যর্থ হতে চাও।" লোকটি তখন বললো, 'তোমরা সাক্ষী থেকো। আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম।'[৩২]

আমি তাদের জেগে ওঠার জন্য ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে ঐ কাজটি আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে আপনি গুহার পাথরটিকে সরিয়ে দিন। এর কিছুক্ষন পরই পাথরটি সরে গেলো এবং তারা পুনরায় সূর্যালোকের দেখা পেলো। [সহিহ বুখারি : ৫৯৭৪]—সম্পাদক।

[৩২] 'বীররুল ওয়ালিদাঈন'—আহমাদ আশুর; আত-তাগরীব ওয়াত-তাহরীব, আল-মুসদ্দুরীন।

একজন ছেলের খেদমত

আল মামুন বলেন—"এখনও পর্যন্ত আমি এমন কাউকে পাইনি, যে তার মা-বাবার প্রতি আল-ফাহ্দ ইবনু ইয়াহইয়া থেকে বেশী কর্তব্যপরায়ন ছিলো। আল-ফাহ্দ ইবনু ইয়াহইয়ার মা-বাবা যখন কারাগারে ছিলেন, তখন তাদের প্রতি তার সদাচরণ সকলের মাঝে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। বাড়িতে তার বাবা সবসময় গরম পানি দিয়ে অযু করতেন। একদা এক শীতের রাতে, কারারক্ষী তাদের জ্বালানি কাঠের সরবরাহ্ বন্ধ করে দিলো। যখন আল-ফাহ্দের বাবা ঘুমাতে গেলেন, তিনি একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে পাত্রটি প্রদীপের কাছাকাছি নিয়ে রেখে দিলেন। যাতে এটি গরম হতে পারে এবং ভোরে তার বাবা জেগে উঠলে গরম পানি দিয়ে অযু করতে পারেন। তিনি সারারাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরপর পাত্রের পানির দিকে খেয়াল করছিলেন। আর এসবকিছু তিনি করেছিলেন তার বাবার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ।[৩৩]

মাকে কাঁধে নিয়ে তাওয়াফ

হযরত আবু বুরদা ইবনু আবু মুসা আল-আশ'আরি বলেন—"হযরত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখলেন, এক লোক তার মাকে কাঁধে নিয়ে কা'বার চারপাশে তাওয়াফ করছে। লোকটি তাঁকে বললো, 'আমি আমার মায়ের কাছে একটি বিশ্বস্ত উটের মতো। উনি আমাকে যতো না বহন করেছেন তার থেকে অনেক বেশী আমি তাকে বহন করেছি। ওহে ইবনু উমার! আমি কি আমার মায়ের ঋণ শোধ করতে পেরেছি? হযরত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "না, এক বিন্দু পরিমানও না।'"[৩৪]

---

[৩৩] 'বীররুল ওয়ালিদাঈন' —আল-মান্নাভী, আইন আল-আখবার : ৩/৯১।

[৩৪] শাইখ আবদুল আজীজ আস-সালমানের 'মাওয়ারিদ আদ্ব-দ্বামআন' গ্রন্থ হতে সংকলিত।

মায়ের সাথে একজন ছেলের আচরণ

ইবনু আউন বলেন—"এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখতে পেলো তিনি তার মায়ের সাথে বসে আছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, 'মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের কি হয়েছে? তিনি কি কোন রোগে ভুগছেন?' তখন ইবনু সিরীনের ঘরে বেশ কিছু অতিথি তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অতিথিরা লোকটিকে জানালেন, 'না, তিনি তার মায়ের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করেন।' মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনের আত্মীয়রা বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন তাঁর মায়ের সাথে অত্যন্ত নম্র স্বরে কথা বলতেন। তাকে আমরা কখনও তার মায়ের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখিনি। মায়ের সাথে সবসময় তিনি খুব আদবের সাথে নম্র আচরন করতেন।'"[৩৫]

অসুস্থ মায়ের খেদমত

আবু ইয়াযিদ আল-বাস্তামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমার বয়স তখন ছিলো ২০ বছর। তখন আমার মা খুব অসুস্থ ছিলেন। একরাতে অসুস্থতার কারণে তিনি ঘুমাতে পারছিলেন না। তিনি আমাকে ডাকছিলেন। আমি সাথে সাথে তাঁর ঘরে গেলাম। আমি আমার একটি হাত তার মাথার নীচে বালিশের মতো রাখলাম আর অন্য হাত দিয়ে সুরা ইখলাস পড়তে পড়তে তার পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মায়ের মাথার নীচে রাখা হাতটা বেশ অসাড় হয়ে পড়ছিলো। তখন আমি নিজেকে বললাম—

"এ হাতখানা আমার। এ হাতের সবকিছু আমার জন্য। কিন্তু মায়ের প্রতি আমার কর্তব্যপরায়নতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সে কথা চিন্তা করেই আমি ভোর পর্যন্ত আমার হাতটাকে একইভাবে রেখে দিয়েছিলাম। যাতে আমার মায়ের ঘুমে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। আর এরপর থেকেই আমি আমার সে হাত নাড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। সেটি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়।" আবু ইয়াযিদ আল-বাস্তামীর মৃত্যুর পর তাঁর এক সহচর তাঁকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখেন। আবু ইয়াযিদ জান্নাতে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন

---

[৩৫] বীররুল ওয়ালিদাঈন, ইবনুল জাওযি।

করছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কিভাবে তুমি আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হলে? আবু ইয়াযিদ উত্তর দিলেন, 'আমার মায়ের সাথে দয়াশীল ব্যবহার করে এবং কষ্টের সময় ধৈর্য ধারনের মাধ্যমে।'[৩৬]

তাবেয়ীদের আচরণ

আবুল হাসান আলী ইবনু আল-হুসাইন ইবনু আলী ইবনু আবু তালিব, যাকে যিন্ব আল-আ'বিদীন নামে ডাকা হতো। তিনি তাবেঈনদের (সাহাবীদের সাথী) শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর মাকে অত্যন্ত নম্রতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে দেখাশুনা করতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার মায়ের সাথে আপনি অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করেন। তারপরও আমরা কোনদিন আপনাদের দু'জনকে এক পাত্রে খেতে দেখিনি।' আবুল হাসান উত্তর দিলেন, 'আমার ভয় হয় পাত্রের যে অংশটি তিনি পছন্দ করেছেন আমি না সে অংশের খাবারটুকু খেয়ে ফেলি আর এতে তার অবাধ্যতা হয়ে যায়।' সুবহানাল্লাহ![৩৭]

আবদুল্লাহ ইবনু আউন একবার দু'জন দাসকে মুক্ত করে দিলেন। কারণ, একবার তাঁর মা তাঁকে কোন কাজে ডাক দিয়েছিলেন। আর তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে মায়ের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলেছিলেন।[৩৮]

---

[৩৬] বীররুল ওয়ালিদাঈন, আহমাদ আশুর।
[৩৭] বীররুল ওয়ালিদাঈন, আত-তারতূসী।
[৩৮] বীররুল ওয়ালিদাঈন, ইবনুল জাওযি।

মা-বাবার প্রতি সদাচরনের পুরস্কার

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكَ أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—"এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "আমার কি জিহাদের অংশগ্রহণ করা উচিত?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তোমার মা-বাবা কি জীবিত?" লোকটি উত্তর দিলো, "জ্বি, ইয়া রাসুলুল্লাহ।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তাহলে যাও, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করো। (এর অর্থ, মা-বাবার খেদমত করাই তোমার জন্য উত্তম জিহাদ।)"[৩৯]

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের কোন কাজকে আল্লাহ তায়ালা অধিক ভালোবাসেন?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "সময় মতো সালাত আদায় করা।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "এরপর কোন কাজ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় জবাব দিলেন, "মা-বাবার সাথে সদাচরন করা।" আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, "এরপর?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[৪০]

"এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, 'আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হিজরত ও জিহাদের ব্যাপারে আমি আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে চাই।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৩৯] সহিহ বুখারি : ৫৯৭২।

[৪০] সহিহ বুখারি : ৫৯৭০।

ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার মা-বাবার মাঝে কেউ কি জীবিত আছেন?" লোকটি উত্তর দিলো, "জ্বি, তারা দু'জনেই জীবিত।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তুমি কি সত্যিই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও?" লোকটি জবাব দিলো, "জ্বি, রাসুলুল্লাহ।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং নিজেকে তাদের খেদমতে নিয়জিত করো। এটাই তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম।"[৪১]

হযরত তালহা ইবনু মুয়াবিয়া আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যেতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা কি এখনও জীবিত আছেন?" আমি বললাম, "জ্বি, ইয়া রাসুলুল্লাহ।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, "তাদের সেবা করো।"[৪২]

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.

"একমাত্র দু'আই আল্লাহর সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনতে পারে; একমাত্র দয়াদ্রতাই কারো হায়াতকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।"[৪৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যুষেই তার মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, জান্নাতে তার জন্য দু'টি দ্বার উন্মুক্ত হয়। (অন্য বর্ণনায় আছে, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তার জন্যও অনুরূপ পুরস্কার নির্ধারিত থাকে। কিন্তু যদি মা-বাবার একজন সন্তুষ্ট হন, তবে জান্নাতে একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, "মা-বাবা যদি সন্তানের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তখনও?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৪১] সহিহ মুসলিম : ২৫৪৯।
[৪২] সুনানু নাসাই : ৩১০৩। সনদ সহিহ।
[৪৩] সুনানু তিরমিযী : ২১৩৯। সনদ হাসান।

ওয়াসাল্লাম বারংবার বলতে থাকলেন, "মা-বাবা সন্তানের প্রতি কোন অন্যায় করলেও! মা-বাবা সন্তানের প্রতি কোন অন্যায় করলেও!"[৪৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—একদা এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! কার সাথে আমার সবচে' উত্তম ব্যবহার করা উচিত?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের সাথে।' লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, 'এরপর কে?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের সাথে।' লোকটি আবারও প্রশ্ন করলো, 'এরপর?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও একই জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের সাথে।' চতুর্থবার লোকটি একই প্রশ্ন করার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'তোমার বাবার সাথে।'"[৪৫]

عن أبي أسيد - مالك بن ربيعة الساعدي - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، خصالٌ أَرْبَعٌ: الدُّعَاءُ لَهُمَا، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدها، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وصِلةُ الرَّحم الَّتِي لَا رحمَ لك إلا من قِبَلِهما.

আবু উসাইদ মালিক ইবনু রাবি'আহ আস-সাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন— "আমরা একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে

---

[৪৪] আদাবুল মুফরাদ : ৭।

[৪৫] সহিহ বুখারি : ৫৯৭১।

ছিলাম। এমন সময় বনু সালমান গোত্রের এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! মা-বাবার মৃত্যুর পর আমার কাছে কি এমন কিছু আছে, যা দ্বারা আমি তাদের সেবা করতে পারি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য দু'আ করতে পারো, তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে পারো, তাদের অন্তিম ইচ্ছেগুলো পূরণে সচেষ্ট হতে পারো, তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ তোমার আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারো এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান জানাতে পারো।'"[৪৬]

আল-হাসান আল-বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নফল (বাধ্যতামূলক নয় এমন) হজ্জ ও নফল (বাধ্যতামূলক নয় এমন) জিহাদের চেয়ে মা-বাবার খেদমত করা অধিক উত্তম।"[৪৭]

মায়ের মৃত্যুর পর আয়াস ইয়াশ ইবনু মুয়াবিয়া রাহিমাহুল্লাহ খুব কাঁদছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "তুমি কাঁদছো কেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার কাছে জান্নাতের দু'টো উন্মুক্ত দ্বার ছিলো। আজ তার একটি বন্ধ হয়ে গেলো।"[৪৮]

হিশাম ইবনু হাস্‌সান বলেন—"একদা আমি আল-হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কুরআন তিলাওয়াতরত থাকা অবস্থায় মা রাতের খাবার নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করেন।" আল-হাসান জবাব দিলেন, "তাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না। মায়ের সাথে রাতের খাবার খাও। এতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আর মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন নফল হজ্জ করা থেকেও উত্তম।"[৪৯]

---

[৪৬] আদাবুল মুফরাদ : ৩৫, সনদ দুর্বল; ইবনে মাযাহ; আবু দাউদ।
[৪৭] আল-ওয়াক্ত আম্মার আউ দাম্মার, আল-মুহালহাল।
[৪৮] বীররুল ওয়ালিদাঈন, ইবনুল জাওযি।
[৪৯] বীররুল ওয়ালিদাঈন, ইবনুল জাওযি।

যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

ইবনুর জাওযি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বীররুল ওয়ালিদাঈন গ্রন্থে বলেন—"মা-বাবার হৃদয় জয় করতে হলে তাদের সব কথা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে হবে, যদি না তাতে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অবাধ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে। এমনকি নফল ইবাদত থেকেও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্যে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। তারা যেসব কাজ নিষেধ করেন, সেসব কাজ করা হতে বিরত থাকতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে যথাসাধ্য সচেষ্ট হতে হবে। তাদের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়াতে হবে। তাদের সাথে কখনও উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না এবং কথা বলার সময় তাদের চোখে সরাসরি চোখ রাখা যাবে না। তাদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকা যাবে না এবং তাদের সাথে আচরনে অসামান্য ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا»

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—"মুশরিক থাকা অবস্থায় একদিন মা আমার কাছে আসলেন। তিনি আমার কাছ থেকে উপকার চাইতে এসেছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবিত। তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি আমার মুশরিক মা'কে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সদয় আচরন করবে।'"[৫০]

ইবনু উনাইনা বলেন—"তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।"[৫১]

তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মা মুশরিক ছিলেন। তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, মা যদি হন একজন ধার্মিক মুসলিম, তখন তার সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত। তাঁর সন্তানের কাছ থেকে তিনি কি সবচেয়ে উত্তম ব্যবহারই কামনা করেন না?

বর্তমান যুগে অনেক মুসলিম পরিবারের দিকে তাকালে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তাদের দৈনন্দিন জীবন পর্যবেক্ষণ করলে মন বিস্ময় ও হতাশার মেঘে ডুবে যায়। অধিকাংশই মুসলিম সন্তান তাদের মা-বাবার সাথে যথাযথ আচরন করে না। একদিন এক মেয়ে তার মাকে খুব বাজেভাবে তিরস্কার করছিলো। তার অভিযোগ—তার মা পশ্চাতপদ ও মূর্খ। তিনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না। আরেকজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে তার মাকে ঘরের গৃহপরিচারিকা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। অন্য আরেকজন তার মায়ের মুখে-মুখে তর্ক করে এবং তিনি কোন কাজের কথা বললে কর্কশ স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমন অনেকে আছে যারা মা'কে ঘরের কোন কাজে সাহায্য করে না, এমনকি মায়ের ডাকে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। অন্য একদল সারাদিন ফোনে কথা

---

[৫০] সহিহুল বুখারি : ৩১৮৩।

[৫১] সুরা মুমতাহিনা : ৮।

বলে। মা যদি তাদের ফোনে বেশী কথা বলতে বারণ করেন, তখন তারা মায়ের প্রতি চরম বিরক্তি প্রকাশ করে।

তার চেয়েও দুঃখের কথা, এমন অনেক মেয়ে আছে, যারা তাদের মা'কে ছেড়ে চলে যায়। চলে যাওয়ার পর ফোনে খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেয় না। এমনকি যখন অসুস্থ মাকে হাসপাতালে নেয়া হয়, তখনও তারা মাকে দেখতে যায় না। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা এমন অবস্থা হতে পানাহ চাই। এধরনের মেয়েদের নীচের কাহিনীটি মন দিয়ে পড়া উচিত। এ কাহিনীতে একজন মুসলিমের দয়াশীলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসীর বলেন—"আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহন করলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামের জন্য নিজেদের জান কুরবানের বাইয়াত দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তোমাদের গোত্রের অমুক নারীকে কেন সেখানে রেখে এসেছো?" তাঁরা জবাব দিলেন, "আমরা তাকে তার পরিবারের কাছেই রেখে এসেছি, ইয়া রাসুলুল্লাহ।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "আল্লাহ তায়ালা সে নারীকে মাফ করে দিয়েছেন।" আবু মুসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু আ'মির রাদিয়াল্লাহু আনহু দু'জনেই খুব অবাক হলেন। অবাক হয়ে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! কেন তাকে মাফ করা হলো?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, "কারণ, সে তার মায়ের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতো।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও যোগ করলেন, "তার মা খুব বয়স্কা ছিলেন। একদিন তাদের গোত্রে এক সতর্ককারী ব্যক্তির আগমন ঘটলো। সে জানালো, তাদের শত্রু এক্ষুনি তাদের আক্রমন করতে যাচ্ছে। এ কথা শুনে সে নারীটি তার মাকে কাঁধে নিয়ে গ্রীষ্মের গরমে মরুভূমিতে পালিয়ে গেলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছায় সে তার মাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়েছিলো।"[৫২]

---

[৫২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২৫৪১৪; বীররুল ওয়ালিদাঈন, আহমাদ আশুর।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাসিহা

হে আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা। আমার এ নাসীহাহগুলো জীবনে মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। ইনশা আল্লাহ, একদিন আপনিও আপনার মা-বাবার হৃদয় জয় করতে সচেষ্ট হবেন।

- মা-বাবার সাথে নম্রভাবে কথা বলুন। তাদের সাথে আলাপের সময় খেয়াল রাখবেন কোনভাবেই যেন তাদের কোন অমর্যাদা না হয়। তাদের সাথে কখনও চিৎকার-চেঁচামেচী করবেন না। উপরন্তু, এমন ভাষা ব্যবহার করুন, যাতে তারা সম্মানিতবোধ করেন এবং খুশী হন।

- মা-বাবা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে হালাল-হারামের সীমা অতিক্রম না করেন, তাদের কথা যথাসাধ্য মেনে চলতে সচেষ্ট থাকুন। কারণ, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য কোন সৃষ্টিকে মেনে চলতে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। মা-বাবা যদি এমন কিছু বলেন যা আল্লাহ তায়ালার হুকুমের পরিপন্থী, তখন তাদের কথার অমান্য করাটাই মু'মিনের জন্য উত্তম। তবে মা-বাবাকে নিজের অপারগতার কথা নম্রভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন।
- মা-বাবার সাথে সর্বদা সদাচরন করুন এবং কখনও তাদের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে তাকাবেন না।
- মা-বাবার সম্মানের দিকে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখুন। কখনও এমন কাজ করবেন না, যাতে তাদের সম্মানহানি হয়। তাদের অর্থের অপচয় করবেন না এবং অনুমতি ব্যতীত তাদের কোন জিনিস ব্যবহার করবেন না।
- সেবা ও পরিচর্যার মাধ্যমে মা-বাবাকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করুন। না বলা সত্ত্বেও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিজ থেকেই কিনে আনুন।
- মা-বাবার সাথে নিজের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। তাদের সাথে কোন মতামতের অমিল হলে, নিজের মত খুব বিনয়ের সাথে তাদের বুঝিয়ে বলুন।
- মা-বাবা ফোন করলে কোন প্রকার বিলম্ব না করেই কল রিসিভ করুন এবং তাদের সাথে সদা হাসিমুখে আলাপ করুন।
- মা-বাবার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করুন। কিন্তু কখনও তাদের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করবেন না।

- মা-বাবার সাথে কখনও তর্ক করবেন না। তাদের কোন ভুল হলে খুব আদবের সাথে বুঝিয়ে বলুন।
- মা-বাবার সামনে কখনও উচ্চস্বরে কথা বলবেন না, তাদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং ভাই-বোনের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে তাদের বিরক্তির সৃষ্টি করবেন না।
- মা-বাবাকে ঘরের দৈনন্দিন কাজে তাদের প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করার চেষ্টা করুন।
- মা-বাবার অনুমতি ব্যতীত দূরে কোথাও বেড়াতে যাবেন না। যদি একান্ত যেতেই হয়, সর্বপ্রথম তাদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিবেন এবং সবসময় তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করবেন।
- মা-বাবার অনুমতি ব্যতীত কখনও তাদের ঘরে প্রবেশ করবেন না। বিশেষ করে রাতের বেলা।
- বাসায় মা-বাবার কোন অতিথি এলে তাদের আপ্যায়ন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
- মা-বাবাকে আগে খাবার না দিয়ে নিজে কোন কিছু খাবেন না এবং তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করবেন।
- মা-বাবার সাথে কখনও মিথ্যে কথা বলবেন না। এমনকি তারা যদি আপনার অপছন্দীয় কিছু করেও ফেলে, তবুও তাদের দোষারোপ করবেন না।
- স্ত্রী ও সন্তানকে কখনও নিজের মা-বাবার উপর অগ্রাধিকার দিবেন না এবং সর্বদা তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন। কারণ, মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন।
- মা-বাবার সামনে কখনও তাদের চেয়ে উঁচু স্থানে বসবেন না এবং তাদের সামনে অযথা হাঁটাহাঁটি করবেন না।
- সমাজে আপনার উচ্চপদমর্যাদা সত্ত্বেও নিজের বাবাকে কখনও হেয় প্রতিপন্ন করবেন না এবং অন্যের সামনে মা-বাবার সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করবেন না এবং তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না।
- সর্বদা মা-বাবার খেদমত করবেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কারণ, আপনি যেভাবে আপনার মা-বাবার সাথে ব্যবহার করবেন, নিজের সন্তানের কাছ থেকে আপনি ঠিক একই রকম ব্যবহার পাবেন।

- মা-বাবা থেকে আলাদা থাকলে তাদের বাসায় বেড়াতে যান। যখনই বেড়াতে যাবেন তাদের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে যাবেন। বাল্যকালে আপনার ভরণ-পোষনের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। সবসময় নিজের সন্তান হতে শিক্ষা গ্রহন করুন। আপনি তাদের যেমন কষ্ট করে লালন-পালন করছেন, আপনার মা-বাবাও আপনাকে ঠিক এমনই কষ্ট করে লালন-পালন করেছেন। কাজেই, তাদের সেই কষ্টের মূল্য বোঝার চেষ্টা করুন।
- মায়ের সাথে উত্তম সময় ব্যয় করুন। অতঃপর বাবার সাথেও। কারণ, মায়ের পায়ের নীচেই সন্তানের জান্নাত।
- কখনও মা-বাবার অবাধ্য হবেন না কিংবা তাদেরকে রাগান্বিত করবেন না। নতুবা আপনার ইহকাল ও পরকাল দু'টোই বরবাদ হয়ে যাবে। আর আপনার সন্তান আপনার সাথেও ঠিক এমন দূর্ব্যবহার করবে।
- নিজের প্রয়োজনের কথা মা-বাবার সাথে খুব আদবের সাথে আলাপ করুন। প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কিন্তু যদি তারা আপনার আবদার পূরণে অপারগ হন, তাহলে তাদের উপর রাগ পুষে রাখবেন না। আর বার বার তাদের এ ব্যাপারে তাগাদা দেবেন না।
- উপার্জনক্ষম হওয়ার পর আপনার মা-বাবাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করারা চেষ্টা করুন। কারণ, আপনার বাবা যেহেতু আপনাকে শিশুকালে ভরণ-পোষন করেছেন, আপনার আয়ের উপর তার পূর্ণ অধিকার আছে।
- আপনার উপর আপনার মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান ও ভাই-বোনদের অধিকার আছে। কাজেই, আপনার উচিত সেই অধিকারের কথা মনে রেখে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা।
- কখনও যদি আপনার মা-বাবা এবং স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয়, তাহলে আপনাকে খুব বিচক্ষণ হতে হবে। যদি আপনার স্ত্রী সঠিকও হয়, তবুও আপনাকে আপনার মা-বাবাকে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।
- বিয়ের সিদ্ধান্ত কিংবা তালাকের ব্যাপারে মা-বাবার সাথে আপনার যদি কোন দ্বিমত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহনে ইসলামী শরীয়াহ আইনের অনুসরণ করুন। একজন মুসলিমের জন্য এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

- সন্তানের জন্য মা-বাবার দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তাই তাদের সন্তুষ্টি লাভে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন, যাতে তারা আপনার জন্য উত্তম দুআ করেন।
- মানুষের সাথে সদাচরন করুন। কারণ, যদি আপনি তাদের অপমান করেন, তবে তারাও আপনাকে অপমান করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহগুলোর একটি হচ্ছে মা-বাবার প্রতি লানত দেয়া।" লোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! কীভাবে একজন ব্যক্তি তার মা-বাবাকে লানত দিতে পারে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জবাব দিলেন, "এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাবাকে গালি দিলো। তখন অপর ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য করে তার মা-বাবা সম্পর্কে গালি দিলো।"[৫৩]
- মা-বাবা জীবিত অবস্থায় তাদের প্রতি সদাচরণ করুন। তাদের মৃত্যুর পরও তাদের জন্য দুআ করুন। তাদের পক্ষ হয়ে বেশী বেশী দান-সাদাকা করুন। মা-বাবার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করুন এই বলে,

  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

  'হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের (মা-বাবার) প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।'[৫৪]

হে আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা, পরিশেষে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। শিশুকাল থেকেই যথাযথ ইসলামী শিক্ষা এবং সুষ্ঠু লালন-পালন শিশুদের মনে দারুন প্রভাব ফেলে।

---

[৫৩] আরবীপাঠ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহগুলোর একটি হচ্ছে মা-বাবার উপর লানত দেয়া।" লোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো—"ইয়া রাসুলুল্লাহ! কীভাবে একজন ব্যক্তি তার মা-বাবাকে লানত দিতে পারে?" জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—"এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বাবাকে গালি দিলো। তখন অপর ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য করে তার মা-বাবা সম্পর্কে গালি দিলো।" [সহিহ বুখারি : ৫৯৭৩]

[৫৪] সুরা আল-ইসরা : ২৪।

এতে তারা ইসলামী মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয় এবং মা-বাবার প্রতি সবসময় ভালো ব্যবহার করার শিক্ষা পায়।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে যেন মা-বাবার প্রতি সঠিক ব্যবহার করার তাওফিক দান করেন এবং তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নির্দিষ্ট রাখেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার এবং সাহাবীদের উপর।

মা-বাবার হৃদয় জয় করার ব্যাপারে আরও কিছু অতিরিক্ত নাসিহাহ

মা-বাবার প্রতি সদাচরন আল্লাহ তায়ালার খুবই পছন্দনীয় একটি বিষয় এবং এতে অনেক নেকী হাসিল হয়। আল-কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মা-বাবার প্রতি সদাচরন এবং ইহকাল ও পরকালে এর পুরস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে সেসব বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর অনেক হাদিসে মুমিনদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যারা আল্লাহ তায়ালার উপর ও শেষ বিচারের দিনে তাদের উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা।"[৫৫]

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেউ যদি তার রিযিক ও হায়াত বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে উত্তমভাবে হেফাজত করে।"[৫৬]

ভালো ব্যবহার বলতে বুঝায়—যেকোন পরিস্থিতিতেই সবার সাথে বিনীত আচরন করা। আর সবাইকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করা।

আমরা এখন মেয়েরা তাদের মা-বাবাদের সাথে কীরূপ আচরন করবে, সে ব্যাপারে আলোচনা করবো।

---

[৫৫] সহিহ বুখারি : ৫৯৮৬।

[৫৬] সহিহ বুখারি : ৫৯৮৭।

মা-বাবাকে সে সম্মান ও সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করে

একজন মুসলিম মেয়ের চরিত্রের অন্যতম একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে, সে তার মা-বাবাকে খুব সম্মান ও সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করে। আল-কুরআন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতেও মা-বাবার প্রতি সহৃদয়তার বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোন মুসলিম নারী যদি কুরআন ও হাদিস থেকে এ বিষয়ে অধ্যয়ণ করে, তবে তার জন্য মা-বাবার প্রতি সহৃদয়তা ব্যতীত অন্য কোন কিছু আশা করার প্রশ্নই আসে না। মা-বাবার সাথে একজন নারীর যেমন সম্পর্কই থাক না কেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সন্তান হিসেবে তাকে অবশ্যই তার মা-বাবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে।

সে সর্বদা মা-বাবার মর্যাদা রক্ষা করে চলে এবং তাদের প্রতি নিজ কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন থাকে

কুরআন পাঠের মাধ্যমেই একজন মুসলিম নারী বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা কারো মা-বাবাকে তার জন্য কতই না উচ্চমর্যাদাশীল করে সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী ব্যতীত মা-বাবার এই উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে অন্য কোন জাতি কল্পনাই করতে পারে না। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে আলোচনার করার পরপরই মা-বাবার সন্তুষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে মা-বাবার সাথে সৎ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের খেদমত করার পুরস্কার ঈমান আনার পুরস্কারের মতোই মর্যাদাবান। কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى.

"আর উপাসনা কর আল্লাহর, তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর...।"[৫৭]

---

[৫৭] সুরা নিসা : ৩৬।

কাজেই, যে মুসলিম নারী ইসলামের সঠিক শিক্ষা পেয়েছে এবং তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সে পৃথিবীর অন্য যে কোন ব্যক্তির তুলনায় নিজের মা-বাবার প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাদের সাথে সবচে' বেশী ভালো ব্যবহার করবে। এমনকি অন্য যে কোন নারীর তুলনায়ও মা-বাবার প্রতি তার ব্যবহার অধিকতর ভালো হবে। বিয়ের পর তার নতুন সংসার হলে, সংসারের হাজারো ঝামেলা সত্ত্বেও মা-বাবার প্রতি কর্তব্যে সে কোন অবহেলা করবে না। কুরআনের শিক্ষা অনুসরন করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে তার মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালন করতে সচেষ্ট থাকবে। কুরআন একজন সন্তানকে প্রতিনিয়ত তার মা-বাবার খেদমত করতে বলে। বিশেষ করে তারা যখন বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছান, সে সময় সন্তানের দেখাশুনা ও দয়াশীলতা তাদের সবচে' বেশী প্রয়োজন হয়।

কুরআনের আলোয় আলোকিত হৃদয়ের একজন মুসলিম নারী মা-বাবার কর্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার যে কোন আদেশ-নিষেধকে সর্বদা মেনে চলার চেষ্টা করে। আর এভাবে প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমে মা-বাবার প্রতি তার অনুরাগ দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সে দৃষ্টান্তমূলক একনিষ্ঠতার উদাহরন সৃষ্টি করে। স্বামী, সন্তান, সংসার ও ব্যক্তিগত অনেক ঝামেলা সত্ত্বেও মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

ইসলামের বিভিন্ন সূত্র ঘাটাঘাটি করলে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেক হাদিসও আমরা দেখতে পাই। হাদিসগুলোতে মূলত মা-বাবার প্রতি আনুগত্য, তাদের সাথে সদাচরন ও দয়াশীলতার প্রতি বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মা-বাবার অবাধ্যতা ও তাদের কর্তব্যে অবহেলার শাস্তির ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের কোন কাজকে আল্লাহ তায়ালা অধিক ভালোবাসেন?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "সময় মতো সালাত আদায় করা।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "এরপর কোন কাজ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় জবাব দিলেন, "মা-বাবার সাথে সদাচরণ করা।" আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, "এরপর?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[৫৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি একজন মহান শিক্ষক, মা-বাবার প্রতি সদাচরণকে কতই না উচ্চমর্যাদায় আসীন করেছেন। ইসলামের দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ রুকন সালাত ও জিহাদ; মর্যাদার দিক দিয়ে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকে তিনি এ দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝামাঝি অবস্থানে রেখেছেন। সালাত হলো আমাদের বিশ্বাসের স্তম্ভ, আর জিহাদ হলো এর সর্বোচ্চ চূঁড়া। ভেবে দেখুন, আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা-বাবাকে কতই না উচ্চ মর্যাদাস্থলে আসীন করেছেন!

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—"এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, 'আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হিজরত ও জিহাদের ব্যাপারে আমি আপনার কাছে আনগত্যের শপথ নিতে চাই।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার মা-বাবার মাঝে কেউ কি জীবিত?" লোকটি উত্তর দিলো, "জ্বি, তারা দু'জনেই জীবিত।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তুমি কি সত্যিই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও?" লোকটি জবাব দিলো, "জ্বি, রাসুলুল্লাহ।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, "তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং নিজেকে তাদের খেদমতে নিয়োজিত করো। [এটাই তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম]।"[৫৯]

মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারটি একজন মুসলিমের চেতনায় গাঁথা থাকে। তাই মুসলিমরা মা-বাবার খেদমতে সর্বদা উৎসাহ লাভ করে এবং অন্যদের তুলনায় অগ্রসর থাকে। একজন মুমিন তার মা-বাবার জীবদ্দশায়

---

[৫৮] সহিহ বুখারি : ৫৯৭০।

[৫৯] সহিহ মুসলিম : ২৫৪৯।

যেমন তাদের খেদমত করে, তারা এ দুনিয়া ত্যাগ করার পরও সে তাদের জন্য প্রাণভরে দুআ করতে থাকে, তাদের হয়ে দান-সাদাকা করতে থাকে এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে। এ বিষয়ে অনেক হাদিসের উল্লেখ আমরা ইতিমধ্যে করেছি। উদাহরণস্বরূপ আরেকটি হাদিসের কথা উল্লেখ করা যায়।

জুহাইনাহ গোত্রের এক নারী একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো—“আমার মা হজ্জ করার নিয়ত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জে যাওয়ার আগেই তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করলেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করতে পারবো?” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, “যাও, তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করে এসো। তোমার মায়ের কোন আর্থিক দেনার ব্যাপারে যদি তুমি জানতে, তাহলে তুমি কি তা শোধ করতে না? কাজেই, আল্লাহর দরবারে তোমার মায়ের যা দেনা আছে তা শোধ করে দাও। কারণ, আল্লাহ তায়ালা দেনা শোধের ব্যাপারে অন্য যে কারও থেকে অধিক হক্বদার।”

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা মতে—এক নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে প্রশ্ন করলো—“আমার মা এক মাসের রোজা রাখার নিয়ত করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারবো?” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, “তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো।” নারীটি পুনরায় প্রশ্ন করলো—“তিনি কখনও হজ্জও পালন করেননি। আমি কি আমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করতে পারবো?” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, “তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করো।”[৬০]

---

[৬০] সহিহ মুসলিম : ৪৬২।

মা-বাবার কথা অমান্য করতে সে সর্বদা কুণ্ঠিত হয়

একজন মুসলিম নারী একাধারে যেমন মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে খুব নিষ্ঠাবান থাকে, তেমনি তাদের কথা অমান্য করতেও তার ভেতর বেশ কুণ্ঠাবোধ কাজ করে। কারণ, সে এ গুনাহর বিশালতা সম্পর্কে সম্যক ধারনা রাখে এবং এহেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে দুআ করতে থাকে। সে জানে যে, মা-বাবার অবাধ্যতাকে ইসলামে কবীরা গুনাহ হিসেবে গন্য করা হয়। আবার মা-বাবার অবাধ্য সন্তানেরা পরকালে যে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখিন হয়, তাও তার অজানা নয়। এসব জ্ঞান তার বিবেককে জাগাতে সহায়তা করে, তাকে মা-বাবার প্রতি অনুরক্ত করে এবং তার হৃদয়কে মা-বাবার প্রতি কোমল হতে উৎসাহ প্রদান করে।

ইসলাম প্রায়শই আল্লাহর সাথে শিরক ও মা-বাবার অবাধ্যতার মাঝে তুলনা করে, যেন শিরক ও মা-বাবার অবাধ্যতার মাঝে আসলেই কোন গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মা-বাবার অবাধ্যতা করা হচ্ছে জঘন্যতম একটি গুনাহ। আর এ ব্যাপারে যে কোন মুসলিম নারীই সবসময় অনুৎসাহ প্রকাশ করে। কারণ, এটি কবীরা গুনাহগুলোর মাঝে অন্যতম এবং মানব চরিত্রের নিকৃষ্টতম একটি ত্রুটি।

«أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ،

আবু বাকরাহ নুফাঈ ইবনু আল-হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের (অন্য ভর্ণনায় আছে, তিনবার) জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের নিকৃষ্টতম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলবো?" আমরা বললাম, "জ্বি, ইয়া রাসুলুল্লাহ।" তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং মা-বাবার অবাধ্য হওয়া।"[৬১]

---

[৬১] সহিহ বুখারি : ৫৯৭৬।

মায়ের প্রাধান্য তার কাছে বাবার চেয়ে অধিক

ইসলাম মা-বাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও দয়াশীলতার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেয়। কিছু কিছু বর্ণনা মা ও বাবার ব্যাপারে আলাদা আলাদা উপদেশ দান করে। কিন্তু সব একত্র করলে আসলে দেখা যায়, মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কিংবা বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কোনটা কোনটির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং সব দায়িত্বে সুন্দর এক সামঞ্জস্যের ছাপ পাওয়া যায়। তবুও কিছু কিছু বর্ণনায় বাবার অধিকারের চেয়ে মায়ের অধিকারকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! মানুষের মাঝে আমার উপর কাদের সবচেয়ে বেশী হক্ব রয়েছে?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, "এরপর কে?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জবাব দিলেন, "তোমার মা।" লোকটি আবারও প্রশ্ন করলো, "তারপর কে?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন, "তোমার মা।" এরপর লোকটি চতুর্থবারের মতো একই প্রশ্ন করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "তোমার বাবা।"[৬২]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকারের ব্যাপারে বাবার চেয়ে মাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কুরআন মূলত মানুষের অন্তরে তাদের মা-বাবার জন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান

---

[৬২] সহিহ বুখারি : ৫৯৭১।

করে। বাবার চেয়ে মাকে অধিক প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে একটি হিকমাহ বিদ্যমান। মা নয়-দশ মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। তারপর প্রসবের সময় অমানুষিক এক যন্ত্রনার ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়। এরপর তিনি সন্তানকে প্রথম দুইবছর স্তন্যপান করেন এবং তাকে লালন-পালন করেন। এসবের কথা বিবেচনা করে মা'কে বাবার চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এটি একজন মায়ের এই মহৎ ত্যাগ ও সন্তানের প্রতি কোমল আচরনের একটি স্বীকৃতি দেয়ার চেষ্টা মাত্র। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।"[৬৩]

উপরের আলোচনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মাতৃত্বকে একটি পবিত্র পদমর্যাদায় আসীন করেছে। আর তাই একজন মাকে একজন বাবা হতে বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম সন্তানের জন্য মা-বাবা দু'জনের প্রাধান্যই গুরুত্বের সাথে বিচার করার নির্দেশ প্রদান করেছে।

একজন নারী তার স্বামীর বাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসবহুল জীবন উপভোগ করতে পারে এবং তার স্বামী ও সন্তাদের নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাতে পারে। কিন্তু কষ্টের কথা এই যে, নিজের ব্যস্ত বিলাসবহুল জীবনের চাপে সে নারী হয়তো তার মা-বাবাকে তেমন সময় দিতে পারে না। সে তাদের বাসায় বেড়াতে যেতে পারে না এবং নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে রীতিমতো অবহেলা করে।

কিন্তু একজন মুমিন নারী—যার মনে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান, যার অন্তর কুরআনের আলোয় আলোকিত, সে এসকল গুনাহ হতে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করে। যেহেতু সে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[৬৩] সূরা লুকমান : ১৪।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের নির্দেশনা পেয়েছে, তাই সে কখনই তার কর্তব্যে অবহেলা করে না। বরং মা-বাবার প্রতি অবহেলা করার ক্ষেত্রে তার অন্তরে জাহান্নামের আগুনের ভয় কাজ করে। এজন্য সে মা-বাবার প্রয়োজনের দিকে সদা দৃষ্টি রাখে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং নিজের স্বামী-সন্তান-সংসার সামলানোর পরও অবশিষ্ট সময় তাদের খোঁজ-খবর নেয়ায় সচেষ্ট থাকে।

সে মা-বাবার সাথে সর্বদা দয়াশীল আচরন করে

যে মুসলিম নারী জীবনে ইসলামের সৌন্দর্যের ছোঁয়া পেয়েছে, সে কখনও তার মা-বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। একজন মুমিন নারী সবসময় তার মা-বাবার সাথে উত্তম আচরন করে। তাদের শ্রদ্ধা করে। তাদের সাথে সবচেয়ে কোমল স্বরে এবং সর্বোচ্চ আদবের সাথে আলাপ-আলোচনা করে। সে এমন কোন কাজ করেনা, যাতে তার মা-বাবার সম্মানের কোন ক্ষতি হয় কিংবা তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। মা-বাবার সাথে আচরনে একজন মুমিন নারী সবসময় কুরআনের দিক-নির্দেশনা মেনে চলে। যেকোন পরিস্থিতিতে সে খুব কমই অভিযোগ করে এবং এমন কোন কথা বলে না, যাতে তাদের কোন অবমাননা হয়। কারণ, সে সবসময় আল্লাহ তায়ালার বাণী স্মরণ রাখে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল,

হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।”[৬৪]

যদি মা-বাবাদের যে কেউ ইসলামের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যান, এমন ক্ষেত্রে একজন দায়িত্ববান মুসলিম নারী খুব আদবের সাথে নরম সুরে তার মা-বাবাকে পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করে। যাতে তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে আবার ইসলামের আলোর পথে ফিরিয়ে আনা যায়। একজন মুমিন কখনই এসব ব্যাপারে মা-বাবার সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলে না বা তাদের অত্যাধিক দোষারোপ করে না। সঠিক যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে উপযুক্ত শব্দ চয়নের মাধ্যমে খুব ঠান্ডা স্বরে সে তার মা-বাবাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। যতক্ষণ না তারা ফিরে আসছেন, ততক্ষণ সে তার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

মা-বাবা অবিশ্বাসী বা মুশরিক হলেও একজন মুমিন নারী তাদের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। তাকে সবসময় এটাই মনে রাখতে হবে যে, মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস দুনিয়ার কঠিনতম গুনাহ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিম নারীর জন্য সঠিক নয় তার অবিশ্বাসী মা-বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করা। আর এটাই ইসলামী শরিয়ার হুকুম। এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

“পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার

---

[৬৪] সুরা আল-ইসরা : ২৩-২৪।

পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।”[৬৫]

মা-বাবার সাথে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হুকুম। কারন, মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এমন শক্তিশালী বন্ধনও ঈমানের বন্ধন হতে গুরুত্বপূরণ নয়। আল্লাহর সাথে বান্দার যে সম্পর্ক তার স্থান অন্য কিছুই দখল করতে পারে না। তাই কারো মা-বাবা যদি মুশরিক বা অবিশ্বাসী হয় এবং তারা যদি ঈমানদার সন্তানকে তাদের ধর্ম পালন করার কথা বলে, তাহলে সন্তানের জন্য মা-বাবার আদেশ অমান্য করতে কোন বাধা নেই। সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করে তার কোন সৃষ্টির আদেশ মান্য করার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং এক্ষেত্রে সন্তান অবশ্যই মা-বাবার সাথে দ্বিমত পোষন করবে। কিন্তু তারপরও মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যে কোন প্রকার অবহেলা করার এখতিয়ার সন্তানের নেই।

একজন মুমিন নারী যেকোন পরিস্থিতিতেই তার মা-বাবার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং এর জন্য সে ইসলামের সীমার ভেতর যা করা যায় সবকিছুর মাধ্যমেই চেষ্টা করে। সেজন্য সে সময়ে সময়ে তার মা-বাবার সাথে সাক্ষাত করে, তাদের সেবা-যত্ন করে এবং উচ্ছল হাসি, নিঃস্বার্থ হৃদয়, মূল্যবান উপহার ও সদয় কথা-বার্তার মাধ্যমে তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানায়।

মা-বাবা জীবিতবস্থায় এভাবে একজন উত্তম চরিত্রের সন্তান তাদের সেবা করে থাকে। আর মা-বাবার মৃত্যুর পরও দুআ ও জিকিরের মাধ্যমে সে তাদের সম্মান প্রদর্শন করে। তাদের পক্ষ থেকে দান-সাদাকা করে এবং তাদের সকল প্রকার দেনা শোধ করে।

মা-বাবার সাথে দয়া ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা মুসলিম পুরুষ ও নারী চরিত্রের অন্যতম মহৎ একটি গুণ। আর একজন মুমিনের চরিত্রে এই মহৎ গুণটি তার মৃত্যু পর্যন্ত জারি থাকবে। জীবনের যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে, জীবনযাত্রার মান যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, কিংবা সীমাহীন দায়বদ্ধতা সত্ত্বেও মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোন প্রকার অবহেলা করা যাবে না।

---

[৬৫] সুরা লুকমান : ১৫।

মা-বাবার প্রতি এই দয়াশীল মনোভাব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে নির্মম হৃদয় ও অকৃতজ্ঞতা হতে হেফাজত করে। তার চেয়েও বেশী, এ মনোভাব একজন মানুষকে আল্লাহর রহমতে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দেয়।

সেজন্য, যে কোন মুমিনের উচিত—

১. মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করুন এবং এই ভাল আচরনকে একটি অনুপ্রেরণাদায়ক কাজ হিসাবে বিবেচনা করুন, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আপনার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জনে সমর্থ হবে। একজন মুমিনের কাছে সৃষ্টিকর্তার পরই মা-বাবার স্থান। আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের পর মা-বাবার হুকুম পালন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলা করে কখনো কেউ জান্নাত কামনা করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা পাক কুরআনের অনেক আয়াতে তার আদেশ-নিষেধের সাথে সাথে মা-বাবার আদেশ-নিষেধ মেনে চলারও হুকুম দিয়েছেন। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের রব মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যকে কত গুরুত্বের সাথে বিচার করেছেন। অধিকন্তু, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজের শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি মা-বাবার শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারেও আমাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

২. মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। তাদের শুকরিয়া আদায় করুন। শুকরিয়া জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে মা-বাবার প্রতি একজন সন্তানের সর্বপ্রথম দায়িত্ব। সন্তানের কাছ থেকে এই কৃতজ্ঞতা মা-বাবার প্রাপ্য। কারণ, সত্যি বলতে মা-বাবাই আমাদের অস্তিত্বের মূল কারণ। তার উপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা নিঃস্বার্থ আদর ও ভালবাসা সহকারে আমাদের লালন-পালন করেছেন। অসাধারণ আত্মত্যাগ, অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং গভীর স্নেহ-মমতা দিয়ে তারা আমাদের দেখাশুনা করেছেন। কাজেই হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং আমাদের জীবনে তাদের অবদান নিঃশর্তে স্বীকার করে নেয়া উচিত। এটি এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি মা-বাবার প্রতি শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

৩. সবসময় মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করুন। তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না বা তাদেরকে এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে তাদের মেজাজ খারাপ হয়। বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় তাদের মেজাজের প্রতি সর্বোচ্চ

খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মেজাজও অনেকটা খিটখিটে হয়ে যায়। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা সন্তানের কাছে অপ্রত্যাশিত সব আবদার করা শুরু করেন এবং অসম্ভব দাবী-দাওয়া করতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতেও সন্তানকে মা-বাবার ব্যবহারকে সহ্য করতে হবে এবং প্রসন্ন চিত্তে নিজের অপারগতার কথা তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। এতে হয়তো মা-বাবার মন খারাপ হবে, কিন্তু সন্তানকে নিজের উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। বৃদ্ধাবস্থায় মা-বাবার নাজুক এবং সংবেদনশীল স্বভাবের কথা মাথায় রেখে আপনার কোনো কথা বা কাজ দ্বারা তাদের মনে ক্রোধের সৃষ্টি করবেন না।

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.

হযরত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নিহিত আছে বাবার সন্তুষ্টির মাঝে, আর আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি নিহিত আছে বাবার অসন্তুষ্টির মাঝে।"[৬৬]

৪. মা-বাবার খেদমতের জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে প্রাণান্তকর চেষ্টা করুন। তাদের সেবা-যত্নে আন্তরিক হোন। আল্লাহ তায়ালা যদি কোন সন্তানকে তার মা-বাবার খেদমতের সুযোগ করে দেন, তবে আল্লাহর দরবারে তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কারণ, মা-বাবার দেখ-ভাল করে সে সন্তান হয়তো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। মা-বাবার খেদমত দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দুনিয়াতেই মুমিনের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর এ থেকে উভয় দুনিয়ার কষ্ট ও আযাব থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "কেউ যদি দুনিয়াতে অধিক হায়াত ও রিযিক কামনা করে, তাহলে সে যেন বেশী বেশী তার মা-বাবার খেদমত করে।"[৬৭]

---

[৬৬] সনানু তিরমিযী : ১৮৯৯।
[৬৭] আত-তারগীব ওয়াত তারহীব।

সহিহ্ মুসলিমে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সেই লোকটিকে লাঞ্চিত করা হোক, বারবার লাঞ্চিত করা হোক, আরও অধিক হারে লাঞ্চিত করা হোক।" সবাই জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ লোকটি কে?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন—"আমি তেমন লোকের কথাই এতক্ষণ বললাম, যে তার মা-বাবা দু'জনকেই কিংবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো, কিন্তু তাদের সেবা-যত্ন করে জান্নাত হাসিল করতে পারলো না।"[৬৮]

৫. পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে মা-বাবার কথা মেনে চলুন। যদি তারা কোন ব্যাপারে কখনো একগুঁয়েমিও করেন, তারপরও বিরক্তি প্রকাশ না করে আনন্দচিত্তে তাদের কথা শুনুন। আপনার শিশুকালে তারা আপনাকে যে দয়া ও অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, সেসব কথা সদা স্মরন করুন এবং এর বিনিময়ে হলেও তাদের প্রয়োজন পূরণে সদা সচেষ্ট থাকুন। যদি তাদের কোন কাজ বা কথা আপনার রুচি ও মেজাজের পরিপন্থীও হয়, তবুও কখনও মা-বাবার মনে আঘাত করবেন না। কিন্তু, তাদের কোন কাজ বা কথা দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে গেলে তা ভিন্ন ব্যাপার। তখন রাগ না করে কোমল স্বরে তাদের বুঝাতে হবে।

৬. মা-বাবার জন্য নিজের সম্পদকে সদা উন্মুক্ত রাখুন। এগুলোতে তাদেরও অধিকার আছে। তাদের কোন ব্যবসা-বাণিজ্য থাকলে তাতে কোন দ্বিধা না করেই মূলধন বাড়ানোর চেষ্টা করুন। একদা এক লোক রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ জানালো যে, তার বাবা নিজের ইচ্ছেমতো তার কাছ থেকে জিনিস-পত্র নিয়ে যান। কখনও কোন বাছ-বিচার করেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই লোকের বাবাকে ডেকে পাঠালেন। একজন অতিশয় বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তি লাঠি ভর দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্রের অভিযোগের জের ধরে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, বৃদ্ধ সব স্বীকার করে বললেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! এমন এক সময় ছিলো যখন আমি সবল (শক্ত-সমর্থ) ছিলাম আর আমার ছেলে ছিলো দুর্বল ও অসহায়। আমার অনেক টাকা-পয়সা ছিলো, কিন্তু সে ছিলো সহায়-সম্বলহীন। আমি আমার কোন জিনিস ব্যবহারে তাকে কখনও নিষেধ করিনি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ আমার ছেলে সবল (শক্ত-সমর্থ) ও সুসাস্থ্যের

---

[৬৮] সহিহ্ মুসলিম : ২৫৫১।

অধিকারী। আর আমি বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তার এখন অনেক সম্পদ, কিন্তু আমি আজ দরিদ্র-অসহায়। অথচ এখন সে তার জিনিসপত্র ব্যবহারে আমাকে নিষেধ করছে!" বৃদ্ধের কাহিনী শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বৃদ্ধের ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি ও তোমার সম্পদের উপর তোমার বাবার পূর্ণ অধিকার আছে।"[৬১]

৭. মায়ের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিন। প্রকৃতিগতভাবেই মায়েরা দুর্বল, আবেগী ও অধিক সংবেদনশীল হয়ে থাকেন। তাই তাদের সেবা-যত্নে অত্যাধিক নিষ্ঠার প্রয়োজন। তদপুরি, সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে বাবাদের চেয়ে মায়েরাই অধিক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পরীক্ষার মুখোমুখি হন। কাজেই, মায়ের সেই ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বিবেচনা করে ইসলামে একজন মাকে সবকিছুর তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং সন্তানকে মায়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

৮. আপনার দুধ মায়ের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করুন। সুযোগ পেলেই তার সেবা করুন এবং তাকে সবসময় সম্মান করুন।

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ، قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُورِ، «إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ»، فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ؟ فَقَالُوا: هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ

"একদিন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম জি'ইরানাহতে তিনি মানুষের মাঝে গোশ্ত বিতরন করছেন। আমি তখন নিতান্তই বালক ছিলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষনাৎ গোশ্ত বিতরন বন্ধ করে সেই বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে এলেন এবং তাঁর গায়ের চাদর খুলে মাটিতে পাতিয়ে তাকে বসতে দিলেন। আমি মানুষকে

---

[৬১] মিশকাতুল মাসাবীহ।

জিজ্ঞেস করলাম, "এ বৃদ্ধাটি কে?" লোকেরা উত্তর দিলো, "তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা।"[৭০]

৯. মা-বাবার মৃত্যুর পরও তাদের স্মরণ করুন। মা-বাবার মৃত্যুর পরও তাদের খেদমত করার লক্ষ্যে নীচের শিষ্টাচারগুলোর প্রতি খেয়াল করুন—

মৃত মা-বাবার গুনাহ মাফের লক্ষ্যে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করুন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

"কারও মৃত্যুর পর সবকিছু তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস রয়েছে তার সর্বোচ্চ উপকার করে। প্রথমতঃ দুনিয়ার বুকে মৃত ব্যক্তির ইখলাসপূর্ণ দান-সাদাকা। (যেটা মৃত্যুর পর তার শাফায়াতের কারণ হবে) দ্বিতীয়তঃ মানুষের মাঝে কোন উপকারী জ্ঞান দান করলে, তা তার উপকার করে। তৃতীয়তঃ পরহেযগার ও সৎকর্মশীল সন্তান-সন্ততি, যারা তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে সদা দুআ করতে থাকে।"[৭১]

আপনার মা-বাবা তাদের মৃত্যুর আগে যেসব ওয়াদা করে গিয়েছিলেন সেগুলো পূরণ করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন। তারা হয়তো বাইরের লোকের সাথে কোন চুক্তি করেছিলেন; তাদের আল্লাহর দরবারেও হয়তো কোন ওয়াদা ছিলো; তারা হয়তো কোন ভালো কাজের নিয়ত করেছিলেন; হয়তো কাউকে কোন কিছু দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিংবা কারো কাছে তাদের হয়তো কোন দেনা ছিলো, যা মৃত্যুর পূর্বে তারা শোধ করে যেতে পারেননি; অথবা মৃত্যুর ঠিক আগে হয়তো তারা কোন অসিয়ত রেখে গিয়েছেন; একজন সন্তান হিসেবে মা-বাবার সকল প্রকার ওয়াদা ও চুক্তির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখুন এবং যে কোন মূল্যে সেগুলো পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

---

[৭০] সুনানু আবু দাউদ: ৫১৪৪। সনদ দুর্বল।
[৭১] সহিহ মুসলিম : ১৬৩১।

আপনার বাবার বন্ধু ও মায়ের বান্ধবীদের সাথে সবসময় সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন। তারাও আপনার মুরব্বী। কাজেই তাদেরকে সবসময় সম্মান করুন। কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে পরিবারের মুরব্বীদের কাছ থেকে যেমন মতামত চান, তেমনি তাদের মতামতকেও গুরুত্বের সাথে বিচার করুন।

মা-বাবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করুন। তাদের সম্পর্কের বন্ধনকে মূল্য দিন এবং মা-বাবার মৃত্যুর পরও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে চলুন। এদের প্রতি উদাসীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করা মূলত আপনার নিজের মা-বাবার সাথে উদাসীন আচরন এবং তাদেরকে অবহেলার করার সমতুল্য।

১০. মা-বাবার জীবদ্দশায় আপনি যদি তাদের প্রতি কোন খারাপ আচরন করে থাকেন, তাদের সাথে কোন অন্যায় করে থাকেন বা তাদের কোন কথার অবাধ্য হন কিংবা তাদের মনে আঘাত দিয়ে থাকেন; তাহলে আল্লাহর রহমত থেকে কখনও নিরাশ হবেন না। মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রতিনিয়ত দুআ করতে থাকুন। এমনও হতে পারে, আপনার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার প্রতি অবহেলার দরুন আপনার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং আপনাকে মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত করে জান্নাতে দাখিল করবেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সহিহ দ্বীনের উপর চলার তাওফিক দান করুন।
আমিন।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

১। কিতাবুল ফিতান (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড)
[ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২২৮ হিজরী)]

২। ধেয়ে আসছে ফিতনা
[শাইখ আবু আমর উসমান আদ্ দানি (মৃত্যু ৪৪০ হিজরী)]

৩। ভালোবাসতে শিখুন
[ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ ও শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

৪। অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসুল ﷺ
[ড. রাগেব সারজানি]

৫। যেমন হবে উম্মাহর দাঈগণ
[শাইখ ইসমাঈল ইবনে আব্দুর রহীম আল মাকদিসী]

৬। ধৈর্য হারাবেন না
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

৭। যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন
[শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ]

৮। যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন
[শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ]

৯। ভালোবাসার বন্ধন
[বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম]

১০। ফুল হয়ে ফোটো
[শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল ও মোহাম্মাদ হোবলস]

১১। বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন
সংকলন : গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

বইটি লেখার সময় এমন একটি মুসলিম পরিবারের চিত্র আমার মাথায় ছিলো—যে পরিবারে সবাই ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে, হৃদয়ে প্রশান্তি নিয়ে পরস্পর একসাথে বসবাস করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মা-বাবার প্রতি নমনীয় আচরণ করা ও তাদের সেবা-যত্ন করা যেকোন মুসলিম সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এ ব্যাপারে অজুহাতের কোন সুযোগ নেই। এতে একজন মুসলিম ব্যক্তি নিজেও মানসিক প্রশান্তি অর্জন করে আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখিরাতেও উত্তম প্রতিদান লাভ করে।

Cover: Abul Fatah•01914783567